বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

বাঁচতে শেখা

আমদের সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানাতে

www. banchteshekha.org

সম্পাদক মন্ডলীঃ

নির্দেশনায়ঃ
ড. আঞ্জেলা গমেজ
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
পলাশ হিউবার্ট গমেজ
পরিচালক

প্রচ্ছদ এবং সংকোলনঃ
হিমেল সঞ্জীব কিস্কু
প্রোগ্রাম ফোকাল
ও
সন্‌জিৎ কুমার লস্কার
একাউন্টস কোর্ডিনেটর

স্বত্বাধিকারীঃ
বাঁচতে শেখা

প্রকাশনায়ঃ
বাঁচতে শেখা
৩৯০ (পুরাতন-৫৫০) শহীদ মশিউর রহমান সড়ক
আরবপুর, যশোর-৭৪০০
টেলিফোনঃ +৮৮০৪২১৬৮৮৮৫
ইমেলঃ bs_info@banchteshekha.org
ওয়েব সাইটঃ www. banchteshekha.org

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	নির্বাহী পরিচালকের বানী	১-১
২	সংস্থার সার সংক্ষেপ	২-৫
৩	বাঁচতে শেখার অর্গানোগ্রাম	৬-৬
৪	সংস্থার কর্মএলাকা চিহ্নিত মানচিত্র	৭-৭
৫	এক নজরে বাঁচতে শেখা বাস্তবায়িত প্রকল্প (২০১৯-২০২০)	৮-৮
৬	প্রকল্পের হাইলাইটস	৯-৯
৬.১	সোসাল ইনিশিয়েটিভ ফর প্রোমোটিং সিকিউরিটি এন্ড রাইটস্ অব উইমেন এন্ড গার্লস	৯-১৪
৬.২	প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস	১৫-১৯
৬.৩	লিগ্যাল এইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী	২০-২৩
৬.৪	সাস্টেইনেবল এ্যাকুয়াকালচার এন্ড নিউট্রিশন একটিভিটি (সানা)	২৪-২৫
৬.৫	নলেজ অন ইনক্লুসিভ সেক্সুয়ালিটি এন্ড হেল্থ রাইটস (কিশোরী)	২৬-২৭
৬.৬	প্রোমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন চিলড্রেন উইথ ডিজএ্যাবিলিটি (পিআরআইসিডি)	২৮-২৯
৬.৭	এ্যাকটিভেটিং এন্ড এনগেজিং গর্ভারমেন্ট এন্ড পিউপিল ইন পার্টনারশীপ প্রজেক্ট (এইপি)	৩০-৩১
৬.৮	বিএস সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজ্যাবেল্ড	৩২-৩৩
৬.৯	বিএস- এডুকেশন ফর আন্ডারপ্রিভিলাইজ্ডচিলড্রেন প্রজেক্ট। (হতদরিদ্র শিশুদের শিক্ষা প্রকল্প)	৩৪-৩৫
৬.১০	বাচঁতে শেখা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, নিরক্ষর শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি) ।	৩৬-৪০
৬.১১	ব্রেস্ট ক্যানসার কেয়ার	৪১-৪২
৬.১২	ইপআই (এক্সটেন্ডেড প্রোগাম ফর ইমুনাইজেশন)	৪৩-৪৩
৬.১৩	কম্পিউটার প্রজেক্ট (আইটি)	৪৩-৪৩
৬.১৪	ইনস্টিটিউট অফ ট্রেনিং রিসোর্স এন্ড ডেমোন্সট্রেশন বাচঁতে শেখা / ইনকাম জেনারেটিং প্রোগ্রাম (জেনারেল)	৪৪-৪৭
৬.১৫	বাচঁতে শেখা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে	৪৮-৫২
৭	অর্থ বছরের আর্থিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২১	৫৩-৫৪

নির্বাহী পরিচালকের বানী

২০১৯-২০২০ সময়কালের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা আমার জন্য খুবই আনন্দের বিষয় যেখানে আপনি প্রতিবেদনের সময়কালে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো বিশদ বিবরন পাবেন । বার্ষিক প্রতিবেদনের সময় আমাদের লক্ষ্য বনাম অর্জনের বিবরন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো আমাদের দাতা সংস্থা, উপকারভোগী, স্টেকহোল্ডার এবং বৃহত্তর সুভাকাঙ্খাকীদের জন্য হালনাগাদ তথ্যের অবতারনা করেছি । আমাদের সংস্থার সাধারন পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণের আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা ব্যতিত এই লক্ষ্য অর্জন করা কখনই সম্ভব হত না । সাফল্যের জন্য কৌশল গ্রহন, পরিকল্পনা প্রনয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহন, ডিজাইন এবং বাস্তবাযনে সর্বাত্মক সহয়োগিতা এবং নেতৃত্ব প্রসারিত করেছে। আমি আমাদের সাধারন পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তাদের অবিরাম সমর্থনের জন্য সত্যই কৃতজ্ঞ ।

আমাকে অবশ্যই আমাদের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাতে হবে যারা সাফল্য আনতে প্রকল্পের মূল কৌশলগ্রহনকারী এবং বাস্তবায়নকারী । তাদের কঠোর পরিশ্রমের কারনে, টিম ওয়ার্ক এবং অভ্যন্তরীণ চেতনার কারনে সমস্ত প্রকল্পগুলি প্রতিবেদনের সময়কালে সংস্থা দ্বারা সফলভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে যা শেষ পর্যন্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। আমি তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি এবং একই সাথে তাদেরকে সংগঠনের উন্নয়ন পরিবর্তক প্রতিনিধি হওয়ার পাশাপাশি সমাজের সেবা করার জন্য অনুরোধ করি। আমি আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণকে সমর্থন করার জন্য এবং শুরু থেকে এখন অবধি আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের শুভাকাঙ্খি, দাতা, সুবিধাভোগী সম্প্রদায়, জিও/এনজিওকেও ধন্যবাদ জানাই। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে এবং আমাদের লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠিকে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগতভাবে সহায়তা করার জন্য আমি আমাদের দাতাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে আমি স্থানীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুবিধাভোগী এবং ব্যক্তিদের আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সাধারন পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ এবং স্টাফদের পক্ষে আমি দাতাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞ জানাতে চাই। মানুসের জন্য ফাউন্ডেশন (এম জে এফ), ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল, এসোসিয়েজিওন পারসিইউএ-ইতালি, দ্যা ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার, এলএফ-ডি আর আর এ, লেপ্রোসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিএলএমআই-বি), এ্যসোসিয়েজিয়েন সলিডারিটিযে টিরেজামন্ডো-ইতালি, ইন্ডেব্রেসভুর, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা অ্যাকশন - ইতালি, ব্রাক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান /ব্যাংকগুলি - জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এইচএমএম রোড শাখা যশোর, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচারাল এন্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড , আর এন রোড, যশোর শাখা। সুবিধাবন্বিতদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের সহায়তার জন্য আমরা আমাদের দাতাদের অবদানকে সর্বদা স্বীকার করি।

আশা করি এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠক বাঁচতে শেখা এর প্রোগ্রামগুলি সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অনুঘটক হতে অনুপ্রেরণা পাবেন। পরিশেষে আমি অবিরাম সহজতর আন্তরিক সমর্থন এবং উৎসাহের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই ।

ড. আঞ্জেলা গমেজ
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
বাঁচতে শেখা

এক নজরে বাঁচতে শেখা

সংস্থার ভিশনঃ বাঁচতে শেখা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে যেখানে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র নারী ও শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে এবং সামাজিক সৌহার্দ্য, শান্তি, ন্যায়-বিচার এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

সংস্থার মিশন ঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র নারী ও শিশুদের উন্নত জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি আইনগত এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে তাদেরকে সচেতন করে তোলা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সহায়তা বিধানে বাঁচতে শেখা সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে।

গোলঃ কর্ম এলাকায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির জন্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে অবদান রাখা।

প্রতিষ্ঠানের মূলনীতিঃ কর্ম এলাকায় লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির জন্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে অবদান রাখা ।

- সম্পূর্ন দানশীল, উপকারী, শিক্ষমূলক, অরাজনৈতিক সমাজ গঠনে ধর্ম, জাতী, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও বর্ণ সমাজ এড়িয়ে চলা । সমাজ হবে ধর্ম, জাতী, সম্প্রদায়, লিঙ্গ ও বর্ণ সম্পর্কিত একটি বৈষম্যহীন ব্যবস্থা ।
- কেবলমাত্র সর্বশক্তিমানই সংস্থার কর্মের ভিত্তি ।
- সংস্থার সদস্য ও কর্মীদের অবশ্যই কিছু মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি মেনে চলতে হবে যা অবশ্যই মানবসম্পদ নীতিমালায় প্রতিফলিত হবে ।
- লৈঙ্গিক সমতা এবং ন্যায়পরায়নতা সংস্থার নীতি হবে যা প্রতিটি ক্ষেত্রে ফোকাস করা উচিৎ হবে ।

বাঁচতে শেখার কৌশলগত লক্ষ্যঃ মিশনটি সম্পাদন করতে বাঁচতে শেখা দরিদ্র সম্প্রদায়ের সক্ষমতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন:

- **সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র ঃ** সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত বিশেষত : নারী ও শিশুদের জন্য সকল সামাচিক অবিচার ও অসমতার বিরুদ্ধে লড়াই করা ।
- **সেবা প্রদানের মৌলিক ক্ষেত্র ঃ** দরিদ্র নারী ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক পরিসেবাগুলির অভিগম্যতা এবং মান উন্নত করা ।
- **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন খাত ঃ** দক্ষতা বিকাশ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়ের উৎসের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা ।
- **জলবায়ূ পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এবং খাদ্য ও জীবিকা ঃ** দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া ।

মূলধারার কর্মসূচী এবং প্রাধান্য ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং দাতা সংস্তার প্রাধান্য বিবেচনা করে এবং সংস্থার শক্তি ও সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে বাঁচতে শেখা চারটি বৃহৎ থিমেটিক এরিয়া এবং অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচী গ্রহন করবেন যা একে অপরের পরিপূরক । মূলধারার কর্মসূচী এবং বিষয়গত অগ্রাধিকারগুলি হল ঃ

সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রঃ	সেবা প্রদানের মৌলিক ক্ষেত্রঃ
অগ্রাধিকারঃ পরিবার ও সমাজে নিরপেক্ষতা, অধিকার এবং শান্তি নিশ্চিতকরণঃ ● পরিবার ও সামাজে নিরপেক্ষতা অগ্রাধিকার এবং নিশ্চিত করা । ● সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন এবং লৈঙ্গিক সাম্যতার উন্নয়ন করা । ● আইনী সহায়তা/ সমাচিক ন্যায় বিচার । ● প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরকণ ।	**অগ্রাধিকারঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অভিগম্যতাঃ** ● প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থকর ব্যবস্থা । ● নারী ও শিশুদের পুষ্টি । ● ফিজিওথেরাপী ও পূর্নবাসন । ● প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ব্যবস্থা ● কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ।
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ক্ষেত্রঃ	**জলবায়ূ পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং এবং খাদ্য ও জীবিকাঃ**
অগ্রাধিকারঃ দক্ষতা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আয়মূলক কর্মসূচীঃ ● উৎপাদনশীলতা এবং মানব সম্পদ বিকাশ ● সম্পদ আহরন এবং বহুমুখীকরণ । ● কর্মসংস্থান । ● সামাজিক ব্যবসা । ● বিপনন এবং সংযোগ । ● আর্থিক পরিসেবায় অভিগম্যতা ।	**অগ্রাধিকারঃ জলবায়ূ পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবেলা, খাদ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষাঃ** ● জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি এবং অভিযোজন । ● জলবায়ূ পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার ক্রিয়কলাপ প্রচার এবং কর্মসূচী গ্রহন । ● ভারসাম্যহীন পরিবেশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ । ● জীবন সুরক্ষার যোগ্যতা অর্জন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার। ● খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন।

কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রায়োগিক উদ্দেশ্য সমূহঃ

১. পিছিয়ে পড়া, দুঃস্থ, অবহেলিত, দরিদ্র এবং দরিদ্রতম নারীদের নিয়ে দল গঠন।
২. নারীদেরকে আয়ের পথ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা এবং উক্ত আয় থেকে সঞ্চয় করতে উদ্ধুত করা।
৩. সঞ্চয়কৃত অর্থ ক্ষমতা কাঠামো ও মহাজনদের শোষণ হতে মুক্তির লক্ষ্যে ব্যবহার করা ও অভিষ্ট নারীদের জন্য নূতন নূতন আয়ের পথ সৃষ্টি এবং প্রচলিত কাজগুলোতে গতিশীলতা আনয়ন।
৪. বর্তমান সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পিছিয়ে পড়া নারীদের সচেতন করা, আইনগত ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং ক্ষমতা কাঠামোর আওতায় নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াসের জন্য প্রস্তুত করা।
৫. অভিষ্ট নারীদেরকে বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।
৬. খাদ্য- দ্রব্য সংরক্ষণের উপর অভিষ্ট নারীদেরকে সচেতন করা এবং এ ব্যাপারে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।
৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান।
৮. গ্রামীণ নারীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি।
৯. পরিবার পরিকল্পনা তথা জনসংখ্যা ব্যাপারে গ্রামীণ নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
১০. শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১. অভিষ্ট নারীদের মধ্যে থেকে দক্ষ উন্নয়ন কর্মী তৈরী করা ও তাদের জন্য আয়মূলক কর্মকান্ডসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১২. লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠিকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা ।
১৩. জলবায়ূ পরিবর্তনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৪. প্রাকৃতিক ও মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সহায়তা প্রদান ও পূর্নবাসন করা ।
১৫. যৌতুক, বাল্যবিবাহসহ যে কোন ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনায় নারীদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান।
১৬. দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
১৭. অভিষ্ট নারী ও শিশুদের জীবন ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।
১৮. দুঃস্থ, অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
১৯. আর্সেনিকের প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে জন সচেতনতা সৃষ্টি, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিস্কাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
২০. গৃহহীন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ শর্তে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।
২১. বিভিন্ন সরকারী কর্মসূচীতে যথাযথ সম্পূরক ভূমিকা পালন।
২২. উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা।
২৩. সর্বোপরি লৈঙ্গিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ।
২৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ব্যাপারে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গান, শ্লোগান, নাটক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটানো।
২৫. মাদক বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
২৬. প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।
২৭. তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে সহায়তা দান করা ।
২৮. পরিবেশ ও জলবায়ূ পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রম গ্রহন করা ।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠি / সুফলভোগীঃ পিছিয়ে পড়া দরিদ্র/দরিদ্রতম, অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠি বোঝাবে। তবে এই জনগোষ্ঠির মধ্যে নারী ও শিশুরা প্রাধান্য পাবে ।

উন্নয়ন সহযোগী/দাতাঃ

বর্তমান : মানুসের জন্য ফাউন্ডেশন (এম জে এফ), ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল, এসোসিয়েজিওন পারসিইউএ- ইতালি, দ্যা ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টার, এলএফ-ডি আর আর এ, লেপ্রোসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিএলএমআই-বি), এ্যসোসিয়েজিয়েন সলিডারিটিযে টিরেজামন্ডো-ইতালি, ইন্ডেব্রেসভুর, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা অ্যাকশন - ইতালি, ব্রাক, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান /ব্যাংকগুলি ।

অতীতঃ সিএনএফএ, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সিএলএস, অক্সফাম-জিবি, এসডিএলজি, ডানিডা, সেভ দ্যা চিলড্রেন, দুবাই কেয়ার, দি এশিয়া ফাউন্ডেশণ, নোভিব, নোরাড, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, এপিএস, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক সমূহ ।

সাংগঠনিকং কাঠামোঃ সাধারণ পরিষদ ২৭ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত । সাধারণ পরিষদ সদস্যগন তাদের মধ্য হতে ৩ বছরের জন্য ৯জন কে নির্বাহী পরিষদের জন্য নির্বাচন করেন । নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সম্পাদক নির্বাহী পরিচালকের দ্বায়িত্ব পালন করেন । নির্বাহী পরিচালক তার সহযোগিতার জন্য নির্বাহী পরিষদের সভাপতির সম্মতিক্রমে অন্যান্য কর্মজীবিগনের পদায়ন করেন ।

আইনগত ভিত্তিঃ বাঁচতে শেখা নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিতু

ক্রমিক	নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ এবং বর্তমান অবস্থা
১	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	যশোর-১৮৫/৮১	০৯.০৬.১৯৮১ এবং হালনাগাদ
২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এফডি-১৪৬	০৬.০৭.১৯৮৩ এবং ৩০.৫.২০৩০ পর্যন্ত
৩	জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস	এস-৭২৮১(৪৭০) /০৭	০২.১২.২০০৭
৪	এমআরএ	০৩৪৪৬-০১৩০৯-০০৩২৮	০৭.০৯.২০০৮ এবং হালনাগাদ
৫	ডান্স	৭৩-১৫৭-৬৬০৪	৩১মার্চ ২০১৬ এবং হালনাগাদ
৬	প্যাডোর ইউরোপ এইড আইডি	বিডি-২০১২-ইকিউএ-০৪০১১৯৬৬৫৬	১৫ মার্চ ২০১১ এবং হালনাগাদ

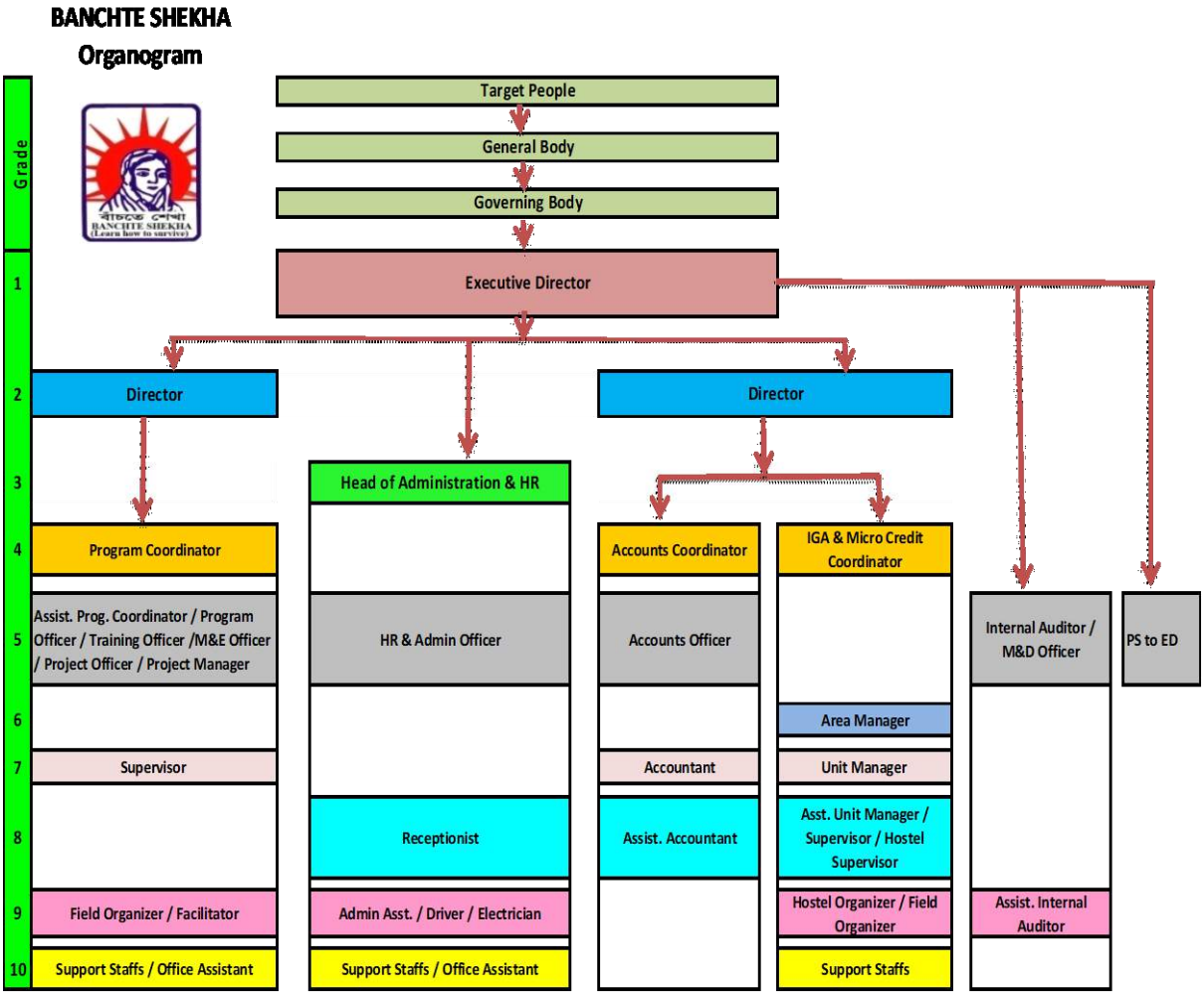

অফিসিয়াল যোগাযোগ

ড. আঞ্জেলা গমেজ
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭১৩-৪০০৩৮৮
ইমেল: angelagomes52@yahoo.com
bs_info@banchteshekha.org

পলাশ হিউবার্ট গমেজ
পরিচালক
মোবাইল নম্বর: +৮৮০১৭১৮৪৫৫৮২৬, +৮৮০১৭২৯০১৩৯০০
ইমেল: palashgomes@banchteshekha.org

ওয়েব: **www. banchteshekha.org**

বাঁচতে শেখার কর্ম এলাকা

কার্যক্রম আওতাধীন জেলা:

বাঁচতে শেখা প্রধান কার্যালয়

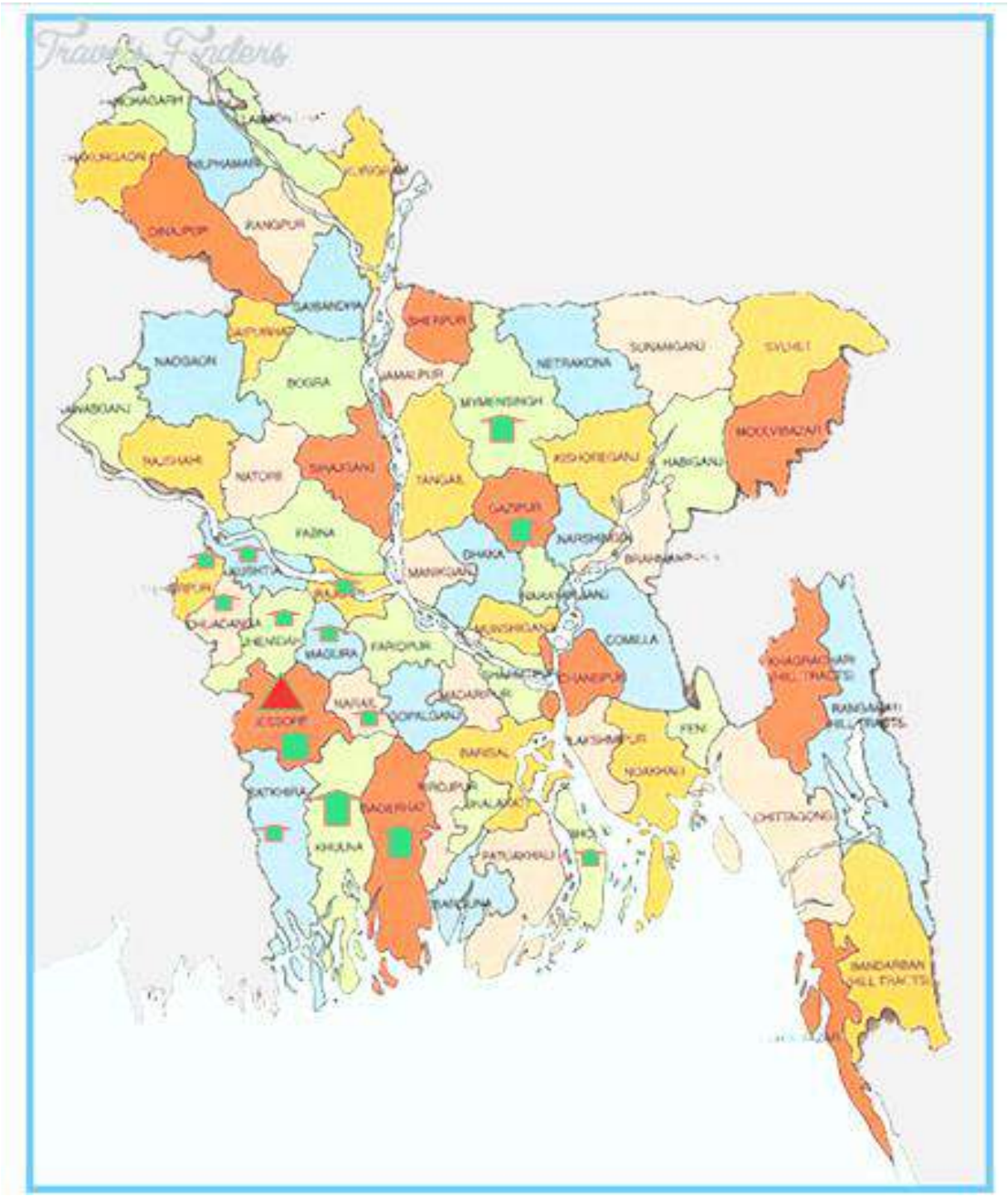

এক নজরে বাঁচতে শেখা বাস্তবায়িত প্রকল্প ২০১৯-২০২০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তির উৎস
১	সোসাল ইনিসিয়েটিভ ফর প্রমোটিং সিকিউরিটি এন্ড রাইটস অফ উইমেন এন্ড গার্ল	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২	প্রোমিটিং পিচ এন্ড জাস্টিস	ডেমোক্রাসী ইন্টার ন্যাশনাল
৩	লিগ্যাল এ্ইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী	নিজস্ব তহবিল
৪	সাসটেইনেবল একুয়াকালচার এন্ড নিউট্রিশন এন্টিভিটিস (সানা)	ওয়াল্ড ফিস সেন্টার
৫	নলেজ অন ইনক্লুসিভ সেক্সুয়ালীটি এন্ড হেল্থ রাইটস (কিশোরী)	ডিআরআরএ
৬	প্রমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন অথ দি ডিজাবেল্ড পিপল ফর দিয়ার এমপাওয়ারমেন্ট (প্রাইড)	ডিআরআরএ
৭	এক্টিভেটিং এন্ড এনগেজিং গভার্নমেন্ট এন্ড পিপল ইন পার্টনারশীপ (এইপি)	দি লেপ্রোসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৮	রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজাব্যাল্ড	১. লা বোগেতা সোলিডারিতা উতালী, ২. এসোসিয়া পারসুয়া ইতালী, ৩. ইন ড্রেস ভোর নেদারল্যান্ড
৯	এডুকেশন ফর অল	আইডিয়া-ইতালী
১০	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম	ব্র্যাক
১১	ব্রেস্ট ক্যানসার কেয়ার	নিজস্ব তহবিল
১২		
১৩	ইপিআই (এক্সটেন্ডেড প্রোগাম ফর ইমুনাইজেশন)	নিজস্ব তহবিল
১৪	কম্পিউটার প্রজেক্ট (আইটি)	নিজস্ব তহবিল
১৫	ইনকাম জেনারেটিং প্রোগ্রাম (জেনারেল)	নিজস্ব তহবিল
১৬	মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম (রেভিনিউ)	নিজস্ব তহবিল
	মাইক্রোক্রেডিটপ্রোগ্রাম (ক্যাপিটাল)	নিজস্ব তহবিল

০১. প্রকল্পেরনাম: সোসাল ইনিশিয়েটিভ ফর প্রোমোটিং সিকিউরিটি এন্ড রাইটস্ অব উইমেন এন্ড গার্লস ।

প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা: বৈষম্য নিরসন ও সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র ও নির্যাতিত নারীদের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ:

১. নারী, কিশোর-কিশোরী , সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং নির্যাতনকারীদের নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনকরণ;
২. নারীর অধিকার ও স্বীকৃতিতে প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও কিশোরী, পুরুষ ও বালকদের সচেতনকরণ এবং সংবেদনশীলকরণ;
৩. লক্ষিত নারী, কিশোরী ও নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুদের ন্যায়বিচার ও চিকিৎসায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীদের অধিক দায়িত্বশীল করণ;
৪. নারী ও কিশোরীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা আনয়ন এবং সম্পদে নিয়ন্ত্রন শক্তিশালী করণ;

প্রকল্পের উপকারভোগী:

ক্রমিকনং	উপকারভোগী	পুরুষ	নারী	তরূণ/বালক	তরুণী/ বালিকা	মোট	মোটউপকার ভোগী
০১	প্রত্যক্ষ	২৪০০	৪৮০০	১৩৩১	১৪৬৯	১০,০০০	৫০,০০০
০২	পরোক্ষ	৯৬০০	১৯২০০	৫৩২৪	৫৮৭৬	৪০,০০০	

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারি ০১, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০২১ সাল পর্যন্ত;

দাতা সংস্থার নাম: মানুষেরজন্য ফাউন্ডেশন ।

জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত কার্যকমের আগ্রগতি:

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/ জন)	অর্জন (সংখ্যা / জন)	গুণগত অর্জন/সমাধান/অর্থ আদায়	মন্তব্য
১	পুরুষ দলের সাথে মিটিং	৩৮৪	২৮৮	নারীর অধিকারের প্রতি সংবেদনশীলতা বেড়েছে	কোভিড -১৯ কারেণে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি
২	নারী দলের সাথে মিটিং	৭৬৮	৫৭৬	নারীর মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে	ঐ
৩	কিশোর-কিশোরী দলের সাথে মিটিং	৩৮৪	২৭৮	শিশু অধিকার ও বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে	ঐ
৪	ইউনিয়ন সোসাল সাপোর্ট গ্রুপের সাথে মিটিং	৩২	২৪	কমিউনিটি পর্যায়ে নারী নির্যাতন/ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বেড়েছে	ঐ
৫	উপজেলা সোসাল সাপোর্ট	১৬	১২	কমিউনিটি পর্যায়ে নারী নির্যাতন/	ঐ

	গ্রুপের সাথে মিটিং			বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বেড়েছে	
৬	ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সাথে মিটিং	৩২	২৪	বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে	ঐ
৭	নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটির সাথে মিটিং	৩২	২৪	কমিউনিটি পর্যায়ে নারী নির্যাতন/ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ বেড়েছে	ঐ
৮	র‍্যাপোর্ট বিল্ডিং সেশান (পীয়ার সেশান)	৩৮৪	২৮৮	১৯৪৭ টি পারিবারের পারিবারিক নির্যাতন ও সমস্যার সমাধান হয়েছে	ঐ
৯	স্কুল সেশান	৩২	২৩	শিশু অধিকার ও বাল্য বিবাহ এবং কিভাবে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে- সে সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে	ঐ
১০	সালিশ সেশান	৬০০	৬৪২	৩৮৮ জন নির্যাতনের শিকার নারী সালিশের মাধ্যমে ন্যায়বিচার পেয়েছে	
১১	কোর্ট কেস	১৩০	৪২	৪২ জন প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য প্রকল্প খরচে কোর্টে মামলা করা হয়েছে	কোর্ট বন্ধ থাকা/ কোভিড -১৯ এর কারণে
১১	সালিশেরমাধ্যমে দেনমোহরআদায়	৩৩০	১০০	৩৮,১৪,৯৬ (আটত্রিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুই শত ছিয়ানব্বই) টাকা দেনমোহর আদায় হয়েছে	কোভিড -১৯ এর কারণে
১২	সালিশের মাধ্যমে খোরপোষ আদায়	১৬০	৫৪	১৪,২০,০০০ (চৌদ্দ লক্ষ বিশহাজার) টাকা দেনমোহর আদায় হয়েছে	কোভিড -১৯ এরকারণ
১৩	বাল্য বিবাহবন্ধ ও প্রতিরোধ	৩৩০	৩৭১	স্থানীয় কমিউনিটি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় বাল্য বিবাহ বন্ধ- ৯৯টি এবং প্রতিরোধ-২৭২ টি	
১৪	নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা/ ক্ষমতায়ন	১০০	৫৪	বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।	কোভিড -১৯ এর কারণে
১৫	বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির জন্য নারী ও বালিকাদের রেফার	১১০০	১৩৬০	সরাসরি যোগাযোগ করে মোটিভেশন দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে	
১৬	কিশোরী ফুটবল দলের সদস্যদের ফুটবল কোচিং	২৮ জন	২৮ জন	একজন দক্ষ ফুটবল প্রশিক্ষক দ্বারা কোচিং দেওয়া হচ্ছে	
১৭	মুজিব বর্ষ উপলক্ষে	০১টি	০১ টি	প্রতিযোগিতায় বাঁচতে শেখা	

	কিশোরী ফুটবল আয়োজন			কিশোরী ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।	

প্রকল্প এলাকা:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন	গ্রামের সংখ্যা	মোট গ্রাম
যশোর	যশোরসদর	হৈবতপুর	১২	৯৬ টি
		নওয়াপাড়া	১২	
	চৌগাছা	নারায়ণপুর	১২	
		স্বরূপদাহ	১২	
	বাঘারপাড়া	জামদিয়া	১২	
		বাসুয়াড়ী	১২	
নড়াইল	নড়াইলসদর	শেখহাটি	১২	
		কলোড়া	১২	

প্রকল্প স্টাফ :

পুরুষ	নারী	মোট
১০	৭	১৭

কেস স্টাডি-০১.

বাঁচতে শেখা পরিচালিত সালিশ দু'ভাইয়ের ৩০ বছরের বৈরি সম্পর্কের অবসান ঘটালো

তপন দাস (বড় ভাই) এবং বাবুল দাস (ছোট ভাই) পরস্পর সহোদর। প্রায় ৩০ বছর হতেচলল তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক ছিলনা। এই বৈরিসম্পর্ক আর ও জটিল হয় যখন তপন দাস পুনরায় বিবাহ করে। উল্লেখ্য যে, তপন দাসের প্রথম স্ত্রী আত্মহত্যা করে মারা যায়। আলাদা সংসার হলেও তাদের মধ্যে পারিবারিক ঝগড়া-কলহ লেগেই থাকতো। দু'ভায়ের স্ত্রীদের মধ্যেও সম্পর্ক ছিল চরম বৈরি। তাদের মধ্যে কথা বলা তো দূরের ব্যাপার; মুখ দেখা দেখিও ছিলনা।

এমন কোন দিন ছিলনা- যেদিন উন্নতি দাস (তপন দাসের স্ত্রী) সবিতা দাস (বাবুল দাসের স্ত্রী) -এর মধ্যে পারিবারিক কলহ হতো না। সামান্য বিষয় নিয়ে ঝঁগড়া-কলহ ছিল নিত্য-নৈমেত্তিক ব্যাপার। যেমন-এক বাড়ীর গৃহপালিত পশু-প্রাণী কেন অন্য বাড়ীর সীমানায় গেল- ইত্যাদি। এই কলহে প্রায়ই তপন দাস ও বাবুল দাস অংশ নিত। অধিকাংশ সময়েই এই কলহ মারামারি পর্যায়ে উপনীত হতো। পরস্পর গুরুতর আহত হওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। মামলার

ব্যয় নির্বাহসহ চলমান চরম বৈরি সম্পর্ক দু'টি পরিবারকে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে চরম দরিদ্র করেছে। দু'টি পরিবারের মধ্যে শান্তি আনয়নে স্থানীয় জনগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে একাধিকবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সফলতা আসেনি। সবচেয়ে অমানবিক বিষয় যে, দু'পরিবারের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও কথা বলা এবং মুখ দেখা দেখি বন্ধ ছিল। ছেলে-মেয়েরাও বড়দের সাথে কলহ ও মারামারিতে অংশ নেয়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত এবং বাঁচতে শেখা কর্তৃক বাস্তবায়িত SIPSRWG-প্রকল্পের আওতায় নড়াইল সদর উপজেলাধীন শেখহাটি গ্রামে ০২ টিনারী দল, ০১ টিপুরুষ দল এবং ০১ টি কিশোর- কিশোরী দল গঠন করা হয়। সবিতা দাস নারী দলের সাথে এবং বাবুল দাস পুরষ দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কমিটির সাথে আয়োজিত ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় তারা তাদের সমস্যার বিষয়টি উত্থাপন করে এবং স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য বাঁচতে শেখা'র সহযোগিতাচায়।

বিষয়টি নিয়ে SIPSRWG- প্রকল্পের আওতায় শেখহাটি ইউনিয়নে দায়িত্বরত প্রোজেক্ট ফেসিলিটেটর হিরালাল মিত্র ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি দুই পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং পারিবারিক ভাবে সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্ত কোন ভাবেই তিনি দুই পরিবারকে একত্রে বসাতে ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে তিনি ৩ জুলাই ২০১৯ ইং তারিখে সালিশ সেশানের আয়োজন করেন। সালিশে স্থানীয় নারী ও পুরুষ দলের সদস্য ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রোজেক্ট ফেসিলিটেটর হিরালাল মিত্রসহ প্রকল্প সমন্বয়কারী এড.এম কে মন্ডল মহেন ও প্রোজেক্ট অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সালিশে দীর্ঘ আলোচনা শেষে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারেন এবং আগামী দিনে মিলেমিশে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তপন দাস (বড়ভাই) এবং বাবুল দাস (ছোটভাই) একে- অপরকে জড়িয়ে ধরেন এবং আবেগ নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে কান্নাকাটি করতে থাকেন। উন্নতি দাস ও সবিতা দাস (দুইজা) একে অপরের সাথে কথা বলেন এবং কোলাকুলি করেন। তাদের ছেলে-মেয়েরাও একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সমগ্র বিষয়টি একটি আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি করে। যে আনন্দে শরীক হয়েছিল উপস্থিত সকল সালিশদার।

রেজুলেশন পেপারে দুই পরিবারের স্বাক্ষরের পাশাপাশি বিষয়টি ফলোয়াপ করার জন্য একজন স্ব-প্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব নেন। এখন পর্যন্ত দু'পরিবারের মধ্যে বড় ধরনের কোন কলহের সংবাদ পাওয়া যায়নি। তারা মিলে-মিশে সংসার করছে।

কেস স্টাডি-০২

বাঁচতে শেখা'র উদ্যোগে পুনরায় বিবাহের মাধ্যমে নতুন করে দাম্পত্য জীবন শুরু করল রোজিনা খাতুন এবং ফজলু হোসেন

রোজিনা খাতুন (৩৫) এবং ফজলু হোসেন (৪০) প্রত্যেকেরই পূর্বে একবার বিবাহ হয়েছিল এবং উভয়েরই একজন করে কন্যা সন্তান ছিল। বিষয়টি জেনে বুঝে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। বিবাহের পর থেকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে অশান্তি লেগেই থাকতো। তাদের মধ্যে কোন ধরনের বোঝাপড়া ছিলনা। যার অপরিহার্য পরিণতি ছিল পারিবারিক কলহ। করোনা মহামারি তাদের অশান্তির সংসারে নতুন মাত্রা যোগ করে। অশান্তির মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌছায় যা প্রত্যেকের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। পেশায় গ্রাম্য ডাক্তার ফজল ুমিয়া'র কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আয়-রোজগার কমে যায়। ফজলু মিয়া কোন ভাবেই সংসারের খরচ নির্বাহ করতে পারছিলেন না। এজন্য তিনি রোজিন াখাতুনকে তার ভা্ইদের নিকট থেকে ধার হিসেবে টাকা আনার জন্য চাপ দেন। রোজিনা খাতুন সরাসরি ফজলু মিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এতে ফজলু মিয়া রোজিনা খাতুনের প্রতি খুবই নাখোশ হন এবং যৌতুকের জন্য প্রচন্ড খারাপ ব্যবহার করতে থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের সংসারে আর্থিক অনটনের পাশাপাশি অশান্তির মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। রোজিনার পক্ষে ভাইদের নিকট থেকে কোন ধরনের সাহায্য আনা সম্ভব নয় কারণ তিনি (রোজিনা) যখন খুবই ছোট তখন তার বাবা মারা যান। বাবা মারা যাবার পর রোজিনার ভাইয়েরা ১৩-১৪ বছর বয়সে তার কোন মতামত ছাড়া বিবাহ দেন। তার প্রথম বিবাহ টেকেনি কারণ তার প্রথম স্বামীও তার উপর যৌতুকের জন্য অমানবিক ভাবে নির্যাতন করতো। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রোজিনা তার ছয় বছর বয়সী কন্যা সন্তানকে নিয়ে ভাইদের নিকট ফিরে আসেন এবং পরবর্তিতে তাদের মধ্যে তালাক হয়ে যায়।

রোজিনা ও তার শিশু সন্তান তার ভাইদের সংসারে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তারা রোজিনাকে ফজলু মিয়ার সাথে বিবাহ দেন যিনি পূর্বে বিবাহ করেছিলেন এবং তারও একটি কন্যা সন্তান আছে। রোজিনার দ্বিতীয় বৈবাহিক জীবনে যখন একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মূখীণ হন তখন তিনি মানসিক ভাবে খুবই ভেঙ্গে পড়েন। তিনি (রোজিনা) তার ভাইদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের পরামর্শে তার স্বামীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কন্যা সন্তনকে নিয়ে পুনরায় ভাইদের বাড়ীতে ফিরে যান এবং ০৩ জুলাই, ২০২০ ইং তারিখে স্বামীকে তালাক নামা পাঠান। তালাকের কপি পাওয়ার পর ফজলু মিয়া রোজিনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। উপায়ন্তর না পেয়ে বাঁচতে শেখা'র SIPSRWG- প্রকল্পের স্বরূপদাহ ইউনিয়নের প্রোজেক্ট ফেসিলিটেটর রশিদা খাতুন এর সাথে যোগাযোগ করেন। উভয় পক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে রশিদা খাতুন ১৬ জুলাই ২০২০ ইং তারিখে এক সালিশ সেশানের আয়োজন করেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে উভয় পক্ষ তাদের ভুল বুঝতে পারেন এবং পুনরায় একত্রে সংসার করার সিদ্ধান্ত নেন। একত্রে বসবাসের

ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাঁধানা থাকলেও স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের চাপ থেকে রক্ষা পেতে তারা তাৎক্ষণিক ভাবে কাজী ডেকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অদ্যাবধি তারা তাদের দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে একত্রে সংসার করছেন এবং সুন্দর সময় অতিবাহিত করছেন।

০২. প্রকল্পের নাম: প্রমোটিং পিস এন্ড জাস্টিস (পিপিজে)-গাজীপুর প্রকল্প।

যে ভাবে কাজ করছে প্রকল্পটি ঃ ইউএসএআইডি'র অর্থায়ানে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল (ডিআই) দ্বারা বাস্তবায়িত আইনী ব্যবস্থার প্রচার, শান্তি ও বিচারকি কার্যক্রম উন্নয়নে ২ (দুই) বছরের জন্য পিপিজে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি প্রধানত তিনটি বিষয়ে কাজ করছে বাংলাদেশে- আইনী সহায়তা পরিষেবাগুলিতে প্রবেশাধিকার বাড়ানো, আইনী সেবার মান উন্নয়ন ও আইনী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা, বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মী এবং দূর্বল সংস্থাগুলির কাজ করার জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

কম্পোনেন্ট- ১ প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থায় উন্নত লিগ্যাল এইড সেবা ঃ এই কম্পোনেন্টের মূল কার্যক্রমগুলো হলো লিগ্যাল এইড পেতে ইচ্ছুক নাগরিকদের বিশেষত নারীও সুবিধা বঞ্চিত অংশকে সেবা প্রদানের জন্য জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটিসহ শ্রম আদালত ও চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং লিগ্যাল এইড কমিটিসহ সরকারি সংস্থাগুলিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে কৌশলগত ও পরিচালনাগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থাগুলিকে এই কম্পোনেন্ট সহায়তা প্রদান করছে।

কম্পোনেন্ট- ২ বিচার বিভাগের মামলা ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার উন্নয়ন ঃ এই কম্পোনেন্টের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হলো মামলা জট কমাতে বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যার ফলে লিগ্যাল এইড সেবা প্রদান আরও কার্যকর হবে।এটা অর্জনের জন্য পিপিজে এমন সব সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করবে যা মামলা ব্যবস্থাপনার আইনগত ও পদ্ধতিগত কাঠামোর উন্নয়ন করবে, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করবে এবং মামলার জট সৃষ্টির জন্য যে সকল সমস্যা তা যাচাই ও চিহ্নিত করবে। এ সকল সমস্যা সমাধান ও বাস্তবায়নে জেলা পর্যায়ে বিচারকদের, বিশেষত নারী বিচারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পিপিজে কাজ করবে। বিচার বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পিপিজে এই সহায়তা প্রদান করছে।

কম্পোনেন্ট- ৩ আইনী অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা ঃ কম্পোনেন্টের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগনের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অনগ্রসর জনগনসহ সাধারণ জনগণকে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের অধীনে তাদের অধিকার ও সমাজে বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি এবং তাদের সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেষ্ট করার জন্য বাস্তবধর্মী কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিজে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ এবং পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে কাজ করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো- বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে সরকারী সংস্থাগুলির প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি করণ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. সুষ্ঠ ও কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে সংবেদনশীল সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলির সক্ষমতা বাড়ানো।
২. দরিদ্র,মহিলা, শিশু ধর্মীয়এবং জাতিগত সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠিগুলিতে আইন সম্মত পরিসেবাগুলির প্রবেশাধীকার তৈরী করার মাধ্যমে আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি এবং একই সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার গ্রহনযোগ্যতা বাড়ানো।

উদ্দেশ্যঃ

১. লক্ষিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি সক্রিয় ও সমন্বয় বাড়ানো।
২. আইনী অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জনগনের মধ্যে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা বাড়ানো।

প্রকল্পের সুবিধা ভোগী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা ভোগী) ঃ প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী - ৫৪০জন (এর মধ্যে নারী-১৮০, পুরুষ-৩৬০) এবং পরোক্ষ সুবিধাভোগী - ১৫৬৯৩২জন (এর মধ্যে নারী-৭৪৫১১, পুরুষ-৮২৪২১) ।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৯ হতেজুন ২০২১ সালপর্যন্ত।

অগ্রগতি প্রতিবেদনের সময়কালঃ ১লাজুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম।

দাতা সংস্থাঃ ইউএসএআইডি এবং ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল।

একনজরে অগ্রগতি প্রতিবেদন ঃ ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম

সিরিয়াল নং	কার্যক্রমেরনাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির প্রকল্প বিষয়ে ধারনা প্রদানের জন্য মোট ৪ ব্যাচ অবহিতকরন সভাকরা (৪ ঘন্টা ব্যাপী অবহিতকরণ সভায় মোট ৬০ জন সদস্য অংশ নিবে) ।	৪	৪	সম্পান্নকরা হয়েছে
২	ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটি'র প্রকল্প বিষয়ে ধারনা প্রদানের জন্য মোট ৩৬ ব্যাচ অবহিতকরন সভা করা (৪ ঘন্টা ব্যাপী অবহিতকরণ সভায় ৪ উপজেলার ৩৬ টি ইউনিয়নের মোট ৫৪০ জন সদস্য অংশ নিবে) ।	৩৬	৩২	৪ টি ইউনিয়ন গাজীপুর সিটিকর্পোরেশন এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে
৩	জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ও ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটি এর সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করার জন্য "উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির প্রতি ২ মাস অন্তর মোট ২৪ টি মিটিং।	২৪	৬	কমিটি ফরমেশনে বিলম্ব ও কোভিড-১৯ মহামারির কারনে লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।
৪	"জেলা লিগ্যাল এইডক মিটি" ও " উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি"এর সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করার জন্য "ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির" প্রতি ২মাস অন্তর মোট ২০০ মিটিং।	২০০	১১৩	কমিটিফরমেশনেবিলম্ব ও কোভিড-১৯ মহামারিরকারনেলক্ষ্যমাত্রাঅর্জনকরা সম্ভব হয়নি।
৫	আইনগত অধিকার এবং দায়বদ্ধতা সম্পর্কে অধিক জানানোর জন্য গড়ে ১৫ জন নিয়ে মোট ১৬০ টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা।	১৬০	১৫৯	সম্পান্ন করা হয়েছে

৬	উপজেলা পর্যায়ে আইনগত সেবা সমূহের উপর ০৪ টি গণশুনানীর আয়োজন করা, যার প্রতিটিতে ৫০ জন করে অংশগ্রহন করবে।	০৪	২	কোভিড-১৯ মহামারির কারনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।
৭	জেলা লিগ্যাল এ্ইড সার্ভিসের সুফলের উপর স্কুলে- স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং ভিডিও প্রদর্শনী।	৪	৩	কোভিড-১৯ মহামারির কারনে স্কুল খোলা না থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।
৮	জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, উপজেল ালিগ্যাল এইড কমিটি, এবং ইউনিয়ন পরিষদ লিগ্যাল এইড কমিটির সাথে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৪টি অর্ধবার্ষিকী সমন্বয় সভা আয়োজন করা।	২	১	কোভিড-১৯ মহামারির কারনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।
৯	বিশেষতঃ বিচারক, আইনজীবি এবং পিপি সকলে লিগ্যাল এইড সার্ভিসের মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রতি ৩মাস অন্তর"জেলা লিগ্যাল এইডক মিটি"৭ টি সভা।	৩	৩	সম্পান্ন করা হয়েছে
১০	সহজতর লিগ্যাল এইড সার্ভিস প্রদান করার জন্য "উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি" এর TIP, GBV, and VE সম্পর্কে দিনব্যাপী সংবেদনশীল অধিবেশন পরিচালনা করা।	৪	২	কোভিড-১৯ মহামারির কারনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।
১১	সহজতর লিগ্যাল এইড সার্ভিস প্রদান করার জন্য "জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি"এর TIP, GBV, and VE সম্পর্কে দিনব্যাপী সংবেদনশীল অধিবেশন পরিচালনা করা।	১	০	কোভিড-১৯ মহামারির কারনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।
১৩	কমিউনিটি জনগন ও সাধারন জনগন এর সচেতনতা বৃদ্ধি, দ্বায়িত্ববান হওয়া বিচারব ্যবস্থা প্রতি আস্থশীল এবং দ্বায়িত্ববান করার জন্য পোস্টার, লিফলেট, ইনফ্লুকার্ড উন্নয়ন, মুদ্রন ও বিতরন করা।	৩৫০০০	৩৫০০০	সম্পান্ন করা হয়েছে এবং বিতরণ চলমান আছে।
১৪	লিগ্যাল এইডের তথ্য সম্বলিত ইউনিয়ন পর্যায়ে সাইনবোর্ড, উপজেলা পর্যায়ে বিলবোর্ড স্থাপন করা।	৪১	৩৭	সম্পান্ন করা হয়েছে
১৫	মাইকিং ক্যাম্পেইন	৩০	২৬	সম্পান্ন করা হয়েছে
১৬	জেলা, ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় আইন সহায়তা দিবস পালন	৫	০	কোভিড-১৯ মহামারির কারনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা ঃ গাজীপুর জেলার ৪টি উপজেলা (গাজীপুর সদর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর ও কালিয়াকৈর উপজেলা - মোট ইউনিয়ন ঃ ৩৬ টি)

স্টাফ সংক্রান্ত তথ্য : পিপিজে প্রকল্পের স্টাফ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো-

প্রকল্পেঅবস্থানপদবী	স্টাফসংখ্যা	কর্মঘন্টা (%)
নির্বাহীপরিচালক	১	পার্ট টাইম (৫%)
প্রোগ্রাম ফোকাল	১	পার্ট টাইম (১০%)
পরিচালক (অর্থ)	১	পার্ট টাইম (৫%)
প্রকল্পসমন্বয়কারী	১	ফুলটাইম
হিসাবরক্ষণ ও মানবসম্পদ অফিসার	১	ফুলটাইম
ফিল্ডঅফিসার	৪	ফুলটাইম
অফিসসহকারী	১	ফুলটাইম

উঠান বৈঠক
Shot on Y95
vivo dual camera

০৩. প্রকল্পের নাম: লিগ্যাল এইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: গ্রামীন দরিদ্র নারী ও শিশুদের মর্যাদার সাথে সমস্ত অধিকার উপভোগ করতে এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে সচেতনীকরণ এবং আইনগত সহায়তা ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহঃ

১. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠির নির্যাতনের মাত্রা কমিয়ে আনা ও এর কার্যকারিতা অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া।

২. নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান অনাচার মোকাবেলায় তাদের আইনী সহায়তা প্রদান করা, সামাজিক ভাবে তাদের এমন একটি অবস্থান তৈরি করা যার মাধ্যমে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, আইনী সহায়তা সহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারে। উক্ত সেবায় যাতে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয় এজন্য সেবা দাতারাও বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি হবেন নারীদের প্রতি যথেষ্ট অনুভূতিশীল।

৩. বর্তমানে প্রচলিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার অর্জনের জন্য নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা ।

৪. পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিকারে সালিশী ব্যবস্থায় এবং আইন সহায়তা প্রাপ্তিতে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা ।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীঃ ১৫০০জন নারী ও পুরুষ

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ শুরুর তারিখ ঃ ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ইং এবং সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩১ আগস্ট, ২০২০ ইং

দাতা সংস্থার নাম ঃ এসোসিয়া পারসুয়াজিওনি পারসিউয় - ইতালী ।

প্রতিবেদন সময় ঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ৩১ আগস্ট ২০২০

ক্রমিক	কার্যক্রমের বর্ননা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	উঠান বৈঠক/দলীয় সভার মাধ্যমে আইনী সহায়তা এবং আইন বিষয়ক জ্ঞান বা ধারনা প্রদান	৫০	৬০	
২	আইনী বিচার পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা (মামলা দায়ের, চিকিৎসা, সনদপত্র সংগ্রহ, ওকালতি)	৫০	৭০	
৩	ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় সহায়তা	১২	০৫	
৪	ক্ষতিগ্রস্থদের জীবিকার সহায়তার জন্য নেটওয়ার্ক সদস্যদের সাথে সংযোগ স্থাপন	১২	০৭	
৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে শিশুদের বেঁচে থাকার জন্য স্তন দানকারী মাকে সহায়তা	১২	০৬	
৬	দৈনিক আইন সহায়তা পরামর্শ	১২০	১৩৩	
৭	মধ্যস্থতার জন্য মামলা নথীভুক্তকরণ	৫০	৬৮	
৮	মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা আপোষ মিমাংশা	৫০	৪৪	
৯	আদালতে মামলা দায়ের	১২	০৭	
১০	বাল্য বিবাহ থামাতে আইনী সহায়তা	০৬	০৪	

১১	আইনী সহায়তা পেতে জেলা আইনী সহায়তা কমিটির সাথে এ্যাডভোকেসী	০২	০২	
১২	আইনী সহায়তা পেতে উপজেলা আইনী সহায়তা কমিটির সাথে এ্যাডভোকেসী	০৮	০৮	
১৩	আইনী সহায়তা পেতে ইউনিয়স আইনী সহায়তা কমিটির সাথে এ্যাডভোকেসী	৪০	৪০	
১৪	আইনী সহায়তা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	০৫	০৫	
১৫	সহিংসতা প্রতিরোধে নেটওয়ার্ক সদস্যদের সাথে মানব বন্ধন ও প্রতিবাদ	৫	০৭	
১৬	গ্রুপের সদস্যদের জন্য আইনী সহায়তা	১২	০৯	

প্রকল্পের কর্মএলাকা: যশোর জেলা ।

কর্মসংস্থানঃ প্রত্যক্ষ - ২ জন, পরোক্ষ -২ জন ।

কেস স্টাডি-০১.

রুমা খাতুনের নতুন জীবনধারা

মোছা: রুমা খাতুন যশোর জেলার অন্তর্গত সদর থানার চুড়মনকাঠি ইউনিয়নের চুড়মনকাঠি গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করে। দিনে দিনে বড় হয় রুমা খাতুন। সে যখন ৭ম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে তখন তাকে

বিয়ে দেয়। কারন তার পিতা একজন দরিদ্র মানুষ তার পক্ষে তাকে আর লেখাপড়া শেখানো সম্ভব হয়নি। বিবাহের পর কিছুদিন তারা সুখে শান্তিতে ছিল। তার উরসে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করে । পুত্র সন্তান এর বয়স যখন ৪ বৎসর তখন রুমা খাতুনের স্বামী বলতে থাকে আমার অন্যান্য ভাইদের ২ টি ৩টি করে সন্তান । আমার আরও একটি সন্তান প্রয়োজন। রুমা খাতুন সন্তান সংখ্যা বাড়াতে চায় না। যার কারনে তাদের

সংসারে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি বেদম মারপিঠ করে। বাধ্য হয়ে রুমা খাতুন আর একটি নেয়। এরই মধ্যে তার স্বামী তাকে গোপন করে আর একটি বিয়ে করে বাড়ী নিয়ে আসে। বাড়ী নিয়ে এসে রুমার উপরে তার স্বামী শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। তার স্বামী তাকে মারপিঠ করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়।

রুমা খাতুন তার সন্তান ২টি সাথে করে নিয়ে এসে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। সে বাঁচতে শেখা আইন বিভাগে অভিযোগ করে। বাঁচতে শেখা আইন ও সালিশ বিভাগ বিষয়টি তদন্ত করে। তদন্ত করার পর দুই পক্ষের মতামত নিয়ে দিন, তারিখ, স্থান ধার্য করে সালিশে বসা হয়। সালিশে বসে রুমা খাতুনের স্বামী তার অপরাধ স্বীকার করে। রুমা খাতুনের স্বামী সালিশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার নামে ১৫ শতক জমি লিখে দেবে এবং আর কোন প্রকার নির্যাতন করবে না এবং ভালভাবে সংসার করবে এই দেড়শ টাকার ষ্ট্যাম্পে লিখিত মোচলেকা দিয়ে রুমা খাতুনসহ তার কন্যা-পুত্র সন্তানসহ নিজে লইয়া যায়। স্ত্রী সন্তানসহ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে ,তারা বর্তমানে খুব ভালো আছে।

কেস স্টাডি-০২.

সাইকেলে সুখ এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের সন্ধান

মোছা: আছিয়া আক্তার (ববি) যশোর জেলার অন্তর্গত সদর থানার কাশীমপুর ইউনিয়নের কাশীমপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করে। মোছা: আছিয়া আক্তার ববির বয়স যখন ১৪ বৎসর তখন তার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তার স্বামীর বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন হয়। তার স্বামী তার নিকটে যৌতুকের টাকা ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) চায়। তার দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এত টাকা দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। তাই তার প্রতি নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এরি মধ্যে তার একটি সন্তান জন্মগ্রহন করে। সেই সন্তানসহ তাকে যৌতুকের টাকার দায়ে বেদম মারপিঠ করে রক্তাক্ত করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। এমতবস্থায় তার দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাকে এবং তার সন্তানকে ভরন-পোষণ দেওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই তাকে জীবিকার তাগিদে বেছে নিতে হয় ফেরিওয়ালার কাজ। সে সাইকেল চালিয়ে গ্রামের ওলিগলিতে ফেরী করে কাপড় বিক্রি করে বেড়ায়। এরই মধ্যে বাঁচতে শেখা আইন ও সালিশ বিভাগে অভিযোগ করে। বাঁচতে শেখা আইন ও সালিশ বিভাগ বিষয়টি তদন্ত করে দুই পক্ষকে একজায়গায় করে সালিশ করে। সালিশে তার স্বামী লিখিত মোচলেকা দিয়ে তার সন্তানসহ তার স্বামীর বাড়ীতে নিয়ে যায়। কিন্তু তার স্বামী তাকে নির্যাতন করবে না, যৌতুক চাইবে না, মারপিঠ করবে না, যখন-তখন বাড়ী থেকে বের করে দেবে না। তার ব্যবসাও বন্ধ করতে দেবে না। সে তার ব্যবসা করবে। তার স্বামী এই মোচলেকা দিয়ে তাকে সন্তানসহ নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়। বর্তমানে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। এখন তাদের পরিবার সুখের পরিবার।

০৪. প্রকল্প : সাসটেইনেবল এ্যাকুয়াকালচার এন্ড নিউট্রিশন একটিভিটি (সানা) ।

লক্ষ্য: প্রকল্পের লক্ষ্য হল বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সংযোগ তৈরির সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিগুলি উন্নত করার সাথে মলা কার্প-উদ্ভিজ্জ উৎপাদন পদ্ধতির গ্রহণের মাধ্যমে মহিলা, যুবক, গর্ভবতী এবং স্তন্যদান কারী মায়েদের পুষ্টিমান বৃদ্ধিকরা।

উদ্দেশ্য :

- মাছ (বিশেষত: মলা) এবং উদ্ভিজ্জ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- পুষ্টিকর খাবারের গ্রহনের পরিমান বাড়ানো ।
- লক্ষ্যিত পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্যের বৈচিত্র্য উন্নত করা।
- মহিলা, যুবক এবং সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে পুষ্টি (মাছ ,উদ্ভিজ্জ এবং স্বাস্থ্যকর) বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা।
- পুষ্টি সম্পর্কিত আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা ।
- জলজ পালনে উৎপাদিত পন্য মূল্য চেইনে অন্তর্ভুক্ত করতে নারীদের জন্য সক্ষম পরিবেশ তৈরি করা।
- লিঙ্গ এবং পুষ্টি সংবেদনশীল জলজ পালন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীঃ ২১৬ জন

প্রকল্পের সময়কাল : সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ ।

দাতা সংস্থাঃ ওয়াল্ড ফিস সেন্টার (ইউএসএআইডি)

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক	পরিকল্পিত কর্মসূচী	লক্ষমাত্রা	অর্জন	অংশগ্রহনকারীর ধরন
১	খরচ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কার্প জাতীয় মাছ বিতরন	২১৬০	২১৬০	এফএনএস কৃষক
২	স্থানীয় বাজার ব্যবস্থায় যুক্ত করার জন্য নারীদের ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২১৬	২১৬	এফএনএস কৃষক
৩	ব্যবসা সংক্রান্ত সচেতনীকরণ প্রশিক্ষণ	২১৬	২১৬	এফএনএস কৃষক
৪	সরকারি মৎস্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সংযোগ সভা এবং সেবা গ্রহনের সুযোগ তৈরি করা	৫	৫	মৎস্য , কৃষি এবং স্বাস্থ্য বিভাগ ও এফএনএস এবং এনসি সদস্য
৫	মাসিক সভা	১২	১২	প্রকল্প কর্মজীবি
৬	এফএনএস সদস্যদের প্রশিক্ষণ	২১৬০	২১৬০	এফএনএস সদস্য
৭	হাত ধোয়ার জন্য সচেতনীকরন	২১৬০	২১৬০	এফএনএস সদস্য
৮	স্কুল সেশন	১৫০০	১৫০০	ছাত্র-ছাত্রী
৯	হাত ধোয়ার জন্য স্থান তৈরি	২১৬০	২১৬০	এফএনএস কৃষক
১০	বেসিন বালতি প্রদান	৭০০	৭০০	এফএনএস কৃষক
১১	দিবস উৎযাপন	৩০	৩০	এফএনএস কৃষক এবং মহল্লার লোকজন
১২	নড়াইল এবং যশোরে কর্ম এলাকা পরিদর্শন	১২	১২	পুষ্ঠি সমন্বয়কারী

প্রকল্প এলাকাঃ যশোর এবং নড়াইল জেলার ১২টি ইউনিয়ন ।

কর্ম সংস্থান:

পদ মর্যাদা	পদের সংখ্যা	%
নির্বাহী পরিচালক	১	১০% প্রকল্প অবদান
প্রকল্প পরিচালক	১	৫০% প্রকল্প অবদান
হিসাব পরিচালক	১	১০%প্রকল্প অবদান
প্রশাসনিক প্রধান	১	১০% প্রকল্প অবদান
পুষ্টি সমন্বয়কারী	১	১০০% প্রকল্প
ফিন্যান্স এন্ড এ্যাডমিন অফিসার	১	১০০% প্রকল্প
উপজেলা পুষ্টি কর্মকর্তা	৩	১০০% প্রকল্প
ইউনিয়ন পুষ্টি কর্মকর্তা	১২	১০০% প্রকল্প
অফিস সহকারী	১	১০০% সংস্থার অবদান

০৫. প্রকল্প: নলেজ অন ইনক্লুসিভ সেক্সুয়ালিটি এন্ড হেল্‌থ রাইটস (কিশোরী) ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও এ ইস্যুতে কিশোরী প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সক্ষম করে তোলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, বয়:সন্ধিকাল সর্ম্পকিত শিক্ষা ও চাহিদা সম্পর্কে প্রতিবন্ধী কিশোরী, অভিভাবক ও সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও প্রতিবন্ধী কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ তৈরী করা।

একনজরে অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরুপ ঃ ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ওয়ার্কিং দল গঠন	০৩ টি	০৩ টি	
০২	ওয়ার্কিং দলের কর্মশালা	১টি	১টি	
০৩	প্রান্তিক কর্মশালা	২টি	২টি	
০৪	পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য ওরিয়েন্টেশন শেসন	১১ ব্যাচ	১১ ব্যাচ	
০৫	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক সিরিজ ট্রেনিং	২১ব্যাচ	২১ব্যাচ	
০৫	কিশোরী প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সেবার জন্য নির্বাচিত স্কুল শিক্ষক ও নার্চদের প্রশিক্ষণ	২ব্যাচ	২ব্যাচ	
০৬	কিশোরী প্রতিবন্ধীদের বিশেষ সেবাদানের উদ্দেশ্যে সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন	৭টি	৯টি	চাহিদা বেশী থাকায় ২টি ডেস্ক অতিরিক্ত স্থাপন করা হয়েছে।
০৭	দিবস উদ্‌যাপন	২টি	১টি	কোভিড-১৯ এর জন্য ১টি স্থগিত করা হয়েছে
০৮	স্টেকহোল্ডার মিটিং	১টি	১টি	
০৯	মাষ্টার ট্রেইনার দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ করানো	১ ব্যাচ	১ব্যাচ	
১৫	বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করা	১০ টি	১০ টি	
১৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহ করা	১০ টি	১২ টি	

এফ পি এবি যশোর শাখা।
SERVICE
on SRHR for Adolescent Girls

প্রতিবন্ধী কিশোরীদের বিশেষ যত্নের জন্য নির্বাচিত স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

০৬. প্রকল্পের নাম: প্রোমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন চিলড্রেন উইথ ডিজএ্যাবিলিটি (পিআরআইসিডি) ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: প্রতিবন্ধী শিশুদের সর্বস্তরে অংশগ্রহনের মাধ্যমে অধিকার পাওয়া ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।
কর্ম এলাকা: যশোর পৌরসভা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক সামর্থ বৃদ্ধি করে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহন বাড়ানো।
২. প্রতিবন্ধী যুবাদের আইজিএ - এর মাধ্যমে পরিবারের আয় বাড়ানো।
৩. প্রতিবন্ধকতা দুর করে মুল স্রোতধারায় অংশগ্রহন করানো।
৪. বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অধিকার/ প্রাপ্ত সুবিধা বুঝে নেওয়া।
৫. প্রতিবন্ধী কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিষয় সমূহ জানবে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ।

একনজরে অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরুপ ঃ ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	দিবস পালন	০১ টি	০	কোভিড-১৯
২	প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করা	৬৫টি	৬৫ টি	
৩	ফলোয়াপ ও যোগাযোগ করা শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য, লোকাল এলিড, ধর্মীয় নেতা, অনান্যদের সাথে	৪০ জন	৪০ জন	
৪	নিয়োগদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ	৫	৫	
৫	আইআরপি তৈরী করা	১১৫ টি	১১৫ টি	শিশু
৬	আজিএ ফলো-আপ	৫	৫	
৭	ভিএডাব্লিউজি মিটিং	৫	০	কোভিড-১৯
৮	মাসিক স্টাফ মিটিং	১২	১২	
৯	পিও/এসপিও মিটিং	৪	৪	

Regular meeting with VAWD members - 2019
Venue: At Community
Arranged by: BS – PRIDE/ PRICD project.
Supported by: LF – DRRA Country program.

Meeting with JPUF & Health service provider - 2019
Venue: Banchte Shekha
Arranged by: BS – PRIDE/ PRICD project.
Supported by: LF – DRRA Country program.

০৭. প্রকল্পের নাম: এ্যকিটিভিটিং এন্ড এনগেজিং গর্ভারমেন্ট এন্ড পিউপিল ইন পার্টনারশীপ প্রজেক্ট (এইপি) ।

প্রকল্পের লক্ষ্য: লেপ্রসি আক্রান্ত ব্যাক্তিদের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: যীশু খ্রীষ্টের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল লেপ্রসিরোগে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের ক্ষমতায়ন, অধিকার আদায়, জীবন যাত্রার পরিপূর্ণ মান উন্নয়ণ ঘটানো।

প্রকল্প ভিত্তিক উদ্দেশ্য:

১. লেপ্রসিতে আক্রান্ত ব্যাক্তি যাহাতে সহজে, যথাসময়ে, গুনগত ও সমন্বিত সেবা পায় তার ব্যবস্থা করা।
২. লেপ্রসি আক্রান্ত সমাজচ্যুত ব্যাক্তিদের সমাজের মুল স্রোতধারায় ফিরায়ে আনা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটানো।
৩. দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ এর এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সরকার ও জনগনের মধ্যে অংশিদ্বারিত্ব সৃষ্টি করে মুলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনা।
৪. দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ ও পার্টনার সংস্থার মধ্যে অংশীদ্বারিত্ব, ভাগাভাগি, শিক্ষণীয় বিষয় ও ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা।

একনজরে অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরুপ ঃ ১লা জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রম -

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের স্টাফদের দক্ষতা বাড়ানো ওরিয়েন্টেশন	০৩ টি	০৪ টি	
০২	কমিউনিটি ক্লিনিকে সেশন পরিচালনা করা লেপ্রসি রোগী সনাক্ত করা	১০ বার	০৯ বার	
০৩	টিএলসিএদের সাথে লেপ্রসি রোগী ফলোয়াপ করা	৫ বার	৭ বার	+ ২ বার
০৪	কন্টাট সার্ভে (নারী-১১৩১, পুরুষ-৮১৫, বালক ৭৫৭, বালিকা-৬৩৫)	২০০০পরিবার	৩৩৩৮ পরিবার	
০৫	স্কিন ক্যাম্প করা লেপ্রসি রোগী সনাক্ত করার জন্য	০২ টি	০	
০৬	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেপ্রসি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন করানো (মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন)	০২	০১	
০৭	দিবস পালন (বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস)	০১	০১	
০৮	সমাজ সেবা অফিসের সাথে যোগাযোগ করা	০২	০৪	+০২
০৯	অধিদপ্তার এর সাথে প্রশিক্ষণ	০১	০	
১০	যৌথভাবে উপজেলা/জেলা কর্মকর্তাদের সাথে লেপ্রসি রোগী মনিটরিং করা	০১বার	০১ বার	সিএস/পিও
১১	লেপ্রসি রোগীদের সহযোগিতা (প্রদান ভাউচার স্কিম)	প্রয়োজন মত		
১২	সহায়ক উপকরন প্রদান লেপ্রসি আক্রান্ত রোগীদের	প্রয়োজন মত		
১৩	লেপ্রসি আক্রান্ত রোগীদের জুতা প্রদান করা	১০ জনকে	১০ জনকে	
১৪	লেপ্রসি ম্যাসেজ সমন্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন করা	০১ টি	০৩ টি	

০৮. প্রকল্পের নামঃ রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট ফর দি ডিজাবেল্ড ।

লক্ষ্য মাত্রা: এই প্রকল্প এর সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে বাতব্যাধিগ্রস্থ ও বিকলাঙ্গ শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেদের ফিজিও থেরাপী এবং অকুপেশনাল থেরাপীর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা এবং কর্মক্ষম করে তোলা যাহাতে তারা জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারবে এবং অভিষ্ট জনগোষ্ঠির সামাজিক ও আর্থিক সক্ষমতা বুদ্ধি পাবে।

উদেশ্যসমূহ ঃ শিশু এবং বয়স্কদের কেমান সম্পন্ন ফিজিওথেরাপী এবং অকুপেশনাল থেরাপী প্রদান করা যাতে তাদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

- ফিজিওথেরাপী, অকপেশনাল থেরাপী এবং বিশেষ শিক্ষা প্রদান দিন দিন বৃদ্ধি করা।
- বয়স্কদের বিশেষ করে স্ট্রোকে আক্রান্ত, পিঠে ব্যথা, ঘাড় ব্যথায় আক্রান্তদের ফিজিওথেরাপী প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- বিশেষ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশুদেরকে স্বাভাবিক শিক্ষায় যুক্ত হওয়ার যোগ্য করে তোলা।
- প্রতিবন্ধীতা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং ফিজিওথেরাপী প্রদানের কৌশল সম্পর্কে অভিভাবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া। যাতে তারা বাড়িতে প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিকে ফিজিওথেরাপী প্রদান করতে পারে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সম্মান ও ইতিবাচক ভাবে গ্রহণের পক্ষে সাধারণ মানুষের মানসিকতা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করা।
- চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিশুদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা যাতে তাদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উপকারভোগী সংখ্যা: (প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ): ১২০০ জন ।

প্রকল্পের মেয়াদ: ০১/০৭/২০১৯ - ৩০/০৬/২০২০ ।
দাতা সংস্থার নাম ঃ ১. লা বোগেতা সোলিডারিতা ইতালী ২. এসোসিয়া পারসুয়া, ইতালী ৩. ইন ড্রেস ভোর নেদারল্যান্ড

প্রতিবেদন সময় ঃ জুলাই ২০১৯ খেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত কার্যকমের আগ্রগতি

ক্রমিকনং	**কর্মকান্ডসমূহ**	**পরিমান/ টার্গেট**	**আর্জন**	**মন্তব্য**
০১	বিশেষভাবে বসার চেয়ার, চাকাওয়ালা চেয়ার ইত্যাদি	২০	৩	অপ্রতুল তহবিল
০২	থেরাপী জিনিসপত্র	২০	৩	অপ্রতুল তহবিল
০৩	খেলনা উপকরণ	২০	৩	অপ্রতুল তহবিল
০৪	বইএবং পোস্টার	২০	৩	অপ্রতুল তহবিল
০৫	শিশুদের খেলারমাঠের উপকরণ	১	০	অপ্রতুল তহবিল
০৬	প্রতিবন্ধীদিবসউদযাপন/শিক্ষা সফর	২	১	অপ্রতুল তহবিল
০৭	অভিভাবক	১০	২	অপ্রতুল তহবিল

কর্ম এলাকা: যশোরসদর, যশোর ।

কর্মকর্তা/কর্মচারী: ০৫ জন ।

০৯. প্রকল্পের নামঃ বিএস-এডুকেশন ফর আন্ডারপ্রিভিলাইজ্ড চিলড্রেন প্রজেক্ট। (হতদরিদ্র শিশুদের শিক্ষা প্রকল্প) ।

লক্ষ্য মাত্রা: এই প্রকল্প এর সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার, স্কুলের পোশাক, শিক্ষা উপকরন সরবরাহের দ্বার যশোর জেলার যশোর সদর ও শার্শা থানার জগাহাটি, চুড়ামনকাঠি, স্বরূপদহ, ললিতাদহ এবং মহিষাহাট এই ৫টি গ্রামের প্রায় ১৯০ জন প্রি-প্রাইমারী এবং সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ছেলেমেয়েদের পুষ্টিহীনতা দূর করা যাহাতে তাদের স্কুল অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায় এবং ঝরে পড়ার হার কমানো যায়। এর মধ্যে বাঁচতে শেখা পরিচালিত প্রি-প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ৩০ জন এবং সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা ১৩২ জন।

উদেশ্য সমূহঃ

১. বিনামুল্য শিক্ষাউপকরণ ও অন্যান্যা জিনিসপত্র বিতরণের মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
২. চিকৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা।
৩. পুষ্টিকর খাবার প্রদান।

উপকারভোগীর সংখ্যা: প্রত্যক্ষ-১৩২, পরোক্ষ-৮১ ।

প্রকল্পের মেয়াদ: ০১/০১/২০১৯- ৩১/১২/২০২০ ।
দাতা সংস্থার নাম ঃ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা অ্যাকশন - ইতালি ।
প্রতিবেদন সময় ঃ জুলাই ২০১৯ খেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত কার্যকমের আগ্রগতি

ক্র নং	কার্যক্রমের নাম	টার্গেট	অর্জন	মন্তব্য
০১	রান্না করা গরম (প্রতিদিন ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী	৯০০০	৯০০০	
০২	টিফিন (প্রতিদিন ১৩২ জন ছাত্র/ছাত্রী	৩১৬৮০	৩১৬৮০	
০৩	স্কুল ব্যাগ	১৩২	১৩২	
০৪	স্কুল পোশাক	১৩২	১৩২	
০৫	টুথ ব্রাশ ও টুথপেষ্ট	১৩২	১৩২	
০৬	পেন্সিল কাটার	১৩২	১৩২	
০৭	খাতা	৪৭৫২	৪৭৫২	
০৮	পেন্সিল	১৩২	১৩২	
০৯	কলম	১৫৮৪	১৫৮৪	
১০	জ্যামিতি বক্স	১৫	১৫	
১১	চকখড়ি- রঙ্গিন	১০০	১০০	
১২	ভর্তি ফি ও অনন্যা খরচ	১২	১২	
১৩	চকখড়ি	১০৮	১০৮	
১৪	টিউশন সাপোর্ট	১২	১২	
১৫	ইরেজার	১৩২	১৩২	
১৬	কমিউনিটি মেডিকেল ক্যাম্প	১	১	
১৭	গোসলের সাবান	৩৮৪০	৩৮৪০	
১৮	হাত ধোয়া সাবান	৩৮৪০	৩৮৪০	

প্রকল্প এলাকা : যশোর সদর,শার্শাধোয়া সাবান ।

কর্মকর্তা/কর্মচারী : ১২ জন ।

১০. প্রকল্পের নামঃ বাচঁতে শেখা উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, নিরক্ষর শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি) ।

শিক্ষা প্রকল্পের লক্ষ্য: শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য হলো উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা " ।

শিক্ষা প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও গতিশীর করা ।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র অর্জনে ভুমিকা রাখা ।
- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- মেয়ে শিক্ষার্থীর হার বাড়ানো ।
- শিক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।
- দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় সময়, অর্থ ও অপচয় কমিয়ে আনা ।
- বাংলাদেশের সুশীল সমাজকে দারিদ্র্য বিমোচন ও শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ায় অবদান রাখা ।
- বিনামুল্যে শিক্ষাউপকরণ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিতরণর মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ।

প্রকল্প এলাকা: যশোর - ঝিকরগাছা, শার্শা, মনিরামপুর, যশোর সদর ।

উপকারভোগী ঃ সসমাজের অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, ঝরেপড়া, স্কুলে না যাওয়া নিরক্ষর শিশুরা, বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা ।

প্রকল্পের সময়কাল ঃ

- **প্রাইমারী ১০টি স্কুল ০১-০১-২০২০** থেকে ০১-১২-২০২০ পর্যন্ত ।
- প্রি-প্রাইমারী ১৬টি স্কুল ০১-০২-২০২০ থেকে ০১-১২-২০২০ পর্যন্ত ।

প্রকল্পের সংখ্যা: ২৫টি গ্রামের ৮০২ জন ছাত্র-ছাত্রী কে ২৬ জন নারী শিক্ষিকার তত্বাবধানে ২৬টি স্কুলের মাধ্যমে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অর্থায়নে ঃ ব্র্যাক

পটভূমিঃ বাঁচতে শেখা ১৯৭৬ সাল থেকে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজের পশ্চাৎপদ, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাঁচতে শেখা নিরক্ষরতা দূর করার মাধ্যমে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের সচেনতা এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষে ১৯৭৮ সালে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা করতে গিয়ে বাঁচতে শেখা গভীরভাবে লক্ষ্য করে যে, ৮ থেকে ১০ বছর বয়সেব এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় । এই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে ১৯৮০ সালে বাঁচতে শেখা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে । শুরুতে বাঁচতে শেখার শিক্ষা কার্যক্রম মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকক্রমে রূপ পরিগ্রহ করে। সরকার কতৃক নির্ধারিত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক শিখন বিষয় এবং প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোর পাশাপাশি শিশুদের জীবন ঘনিষ্ঠ অন্যান্য বিষয়কগুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বাঁচতে শেখা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ।

অসহায়, হতদরিদ্র,বঞ্চিত, নিরক্ষর শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচি: বিদ্যালয়ে না যাওয়া ও ঝরে-পড়া দরিদ্র ও নিরক্ষর ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ হিসেবে বাঁচতে শেখা ২০১৭ সালের ১ জানুযারী থেকে ব্র্যাক এর অর্থায়নে যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ৯ টি ও শার্শা উপজেলায় ১টি মোট ১০ টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে । মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৯০ জন। উপানুষ্ঠানিক

প্রাথমিক বিদ্যালয়েগুলোতে ২৭ থেকে ৩০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে । শিক্ষার্থীগণ বর্তমানে ৪র্থ শ্রেনীতে অধ্যায়নরত । বাঁচতে শেখা শিক্ষার নির্বাচিতব্য শিশুর শিখনসামর্থ্য, মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের বয়সসীমা এবং পরিবারের শিক্ষাব্যয় বিবেচনা করে ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে ৪ বছরে (৪৮ মাস = ১ম শ্রেণি ৯ মাস, ২য় শ্রেণি ৯ মাস, ৩য় শ্রেণি ৯ মাস,৪র্থ শ্রেণি ১০ মাস, ৫ম শ্রেনি ১১ মাস) শেষ করা হয় ।

স্কুলের তথ্য :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্কুলের নাম	শুরুর তারিখ	শ্রেনী	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	যশোর	ঝিকরগাছা	বোধখানা	০১-০১-২০১৭	৫ম	২৯ জন
২	যশোর	ঝিকরগাছা	গদখালী	০১-০১-২০১৭	৫ম	৩০ জন
৩	যশোর	ঝিকরগাছা	সাগরপুর	০১-০১-২০১৭	৫ম	৩০ জন
৪	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর মধ্য	০১-০১-২০১৭	৫ম	২৭ জন
৫	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর ঘোষপাড়া	০১-০১-২০১৭	৫ম	২৯ জন
৬	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর	০১-০১-২০১৭	৫ম	২৯ জন
৭	যশোর	ঝিকরগাছা	চাঁপাতলা	০১-০১-২০১৭	৫ম	৩০ জন
৮	যশোর	ঝিকরগাছা	কাশিপুর	০১-০১-২০১৭	৫ম	৩০ জন
৯	যশোর	ঝিকরগাছা	মির্জাপুর	০১-০১-২০১৭	৫ম	৩০ জন
১০	যশোর	শার্শা	কাঠশিকড়া	০১-০১-২০১৭	৫ম	২৭ জন
					মোট	**২৯০ জন**

স্কুলের মোট শিক্ষার্থী ২৯০ জন । প্রতিটি স্কুলে ১ জন করে শিক্ষিকা আছে । তিনি প্রতিটি বিষয় পরিচালনা করেন । শিক্ষিকা মাতৃস্নেহে অতিযত্নে শিশুদের শিক্ষাদান করেন । ১ম থেকে ৫ম শ্রেণিতে সরকারী বই পড়ানো হয়। শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজ করানো হয় যেমন- নাচ, গান, আবৃত্তি, গল্পবলা, ছড়াগান ইত্যাদি। এছাড়া শিশুদের বিভিন্ন ধরনের গল্পেরবই পড়ানো হয়, দেয়ালিকা আঁকানো, শিশুর তৈরী গল্প লেখানো হয় । শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে এবং আনন্দের সাথে লেখাপড়া করে। বিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার গুনগত মান ভাল। করোনা ভাইরাসের কারনে বর্তমানে বিদ্যালয় গুলোতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে হোম স্কুল পরিচালিত হচ্ছে ।১১-০৫ ২০২০ ইংরেজী তারিখ থেকে হোম স্কুর পরিচালিত হচ্ছে । শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে বসে ক্লাশ করে । শিক্ষিকা নিজ বাড়ীতে থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্লাশ পরিচালনা করেন । প্রতিটি দলে ৪ জন শিক্ষার্থী আছে । এক দিনে ৩টি দলকে পড়ানো হয় অর্থ্যাৎ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয় । প্রতি সপ্তাহে দুইটি বিষয় পড়ানো হচ্ছে । মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে । শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে প্রশ্ন এবং খাতা দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে মূল্যায়ন করা হচ্ছে । সার্বক্ষনিক অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিকাদের সাথে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি

শিক্ষিকা উন্নয়ন:

- শিক্ষিকাদের ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার থেকে ১৫ দিনের ব্যাসিক ট্রেনিং করানো হয়েছে ।
- প্রতিমাসে শিক্ষিকাদের একদিন করে রিফ্রেশার্স করানো হয় ।
- সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার প্রতি সপ্তাহে স্কুলগুলো দুইবার সুপারভেশন করেন ।
- মনিটর নিবিড়ভাবে স্কুলগুলো মনিটরিং করেন ।
- উদ্ধতন কর্মকর্তা স্কুল ভিজিট করেন এবং উন্নয়নের নির্দেশনা দেন।

প্রি- প্রইমারী স্কুলঃ বাঁচতে শেখা ৫ বছরের শিশুদের নিয়ে ব্র্যাক এর অর্থায়নে মে -২০১৯ ইংরেজী থেকে ৬ টি এবং জুন -২০১৯ ইংরেজী থেকে ১০টি প্রি-প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা করছে । ১৬ টি প্রি-প্রাইমারী স্কুলে ছেলে ১১৬ জন, মেয়ে ২৩২ জন মোট শিক্ষার্থী ৪৪৮ জন । প্রতি স্কুলে ১ জন করে শিক্ষিকা মোট ১৬ জন শিক্ষিকা আছেন । শিশুদের স্কুলে গমন উপযোগী করে জানুয়ারী ২০২০ ইংরেজী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম

শ্রেনিতে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে । শিশুদের সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠদান, ছড়া, খেলাধুলা, আবৃত্তি, নাচগান করানো হয়েছে । তাদের সরকারী বই পড়ানো হয়েছে।

কোর্স সমাপ্ত প্রি- প্রইমারী স্কুলের তথ্য :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্কুলের নাম	শুরুর তারিখ	শ্রেনী	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	যশোর	ঝিকরগাছা	নারাঙ্গালী	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
২	যশোর	ঝিকরগাছা	রাজাপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
৩	যশোর	ঝিকরগাছা	কাশিপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৯
৪	যশোর	ঝিকরগাছা	বহিরামপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৬
৫	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৯
৬	যশোর	ঝিকরগাছা	দোসতিনা	০১-০৫-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
৭	যশোর	ঝিকরগাছা	মিশ্রীদিয়াড়া	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
৮	যশোর	ঝিকরগাছা	গদখালী	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
৯	যশোর	ঝিকরগাছা	পদ্মপুকুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৮
১০	যশোর	ঝিকরগাছা	মহিনীকাটি	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
১১	যশোর	ঝিকরগাছা	মল্লিকপুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	৩৩
১২	যশোর	ঝিকরগাছা	মির্জাপুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৭
১৩	যশোর	যশোর সদর	বড়মেঘলা	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৬
১৪	যশোর	মনিরামপুর	সরসকাটি	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
১৫	যশোর	মনিরামপুর	পট্টি	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৬
১৬	যশোর	মনিরামপুর	বাসুদেবপুর	০১-০৬-২০১৯	শিশু শ্রেনী	২৫
					মোট	**৪৪৮**

চলমান প্রইমারী স্কুল ঃ বাঁচতে শেখা পুনরায় ৫ বছরের শিশুদের নিয়ে ব্র্যাক এর অর্থায়নে ০১-০২ -২০২০ ইংরেজী থেকে ১৬ টি প্রি-প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা করছে । ১৬ টি প্রি-প্রাইমারী স্কুলে ছেলে ২৪২ জন, মেয়ে ২৭০ জন মোট শিক্ষার্থী ৫১২ জন । প্রতি স্কুলে ১ জন করে শিক্ষিকা মোট ১৬ জন শিক্ষিকা আছেন । শিশুদের স্কুলে গমন উপযোগী করে জানুয়ারী ২০২১ ইংরেজী তারিখে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেনিতে ভর্তি করে দেয়া হবে । শিশুদের সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠদান, ছড়া, খেলাধুলা, আবৃত্তি, নাচগান করানো হয় কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারনে বর্তমানে হোম স্কুল পরিচালনা করানো হচ্ছে । তাদের সরকারী বই পড়ানো হচ্ছে।

চলমান প্রি- প্রইমারী স্কুলের তথ্য :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	স্কুলের নাম	শুরুর তারিখ	শ্রেনী	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	যশোর	ঝিকরগাছা	নারাঙ্গালী	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩২ জন
২	যশোর	ঝিকরগাছা	রাজাপুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩০ জন
৩	যশোর	ঝিকরগাছা	ফুলবাড়ী	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
৪	যশোর	ঝিকরগাছা	বহিরামপুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
৫	যশোর	ঝিকরগাছা	শ্রীরামপুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
৬	যশোর	ঝিকরগাছা	দোসতিনা	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
৭	যশোর	ঝিকরগাছা	মিশ্রীদিয়াড়া	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	২৮ জন

৮	যশোর	ঝিকরগাছা	ফারাসাতপুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৫ জ
৯	যশোর	ঝিকরগাছা	পদ্মপুকুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩২ জন
১০	যশোর	ঝিকরগাছা	মহিনীকাটি	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
১১	যশোর	ঝিকরগাছা	মল্লিকপুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
১২	যশোর	ঝিকরগাছা	মির্জাপুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	২৮ জন
১৩	যশোর	যশোর সদর	বড়মেঘলা	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
১৪	যশোর	মনিরামপুর	ফতেপুর	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩০ জন
১৫	যশোর	মনিরামপুর	পট্টি	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
১৬	যশোর	যশোর	ইছাপুর নারাঙ্গালী	০১-০১-২০২০	শিশু শ্রেনী	৩৩ জন
					মোট	**৫১২ জন**

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা
১	প্রি-প্রাইমারী শিক্ষা	৫১২জন
২	প্রাথমিক শিক্ষা	২৯০জন
৩	খাবার	৮০২জন
৪	শ্লেট	৮০২জন
৫	বই	৮০২জন
৬	খাতা	৮০২জন
৭	চকখড়ি	৮০২জন
৮	কলম	২৯০জন
৯	পেন্সিল	৮০২জন
১০	রঙ পেন্সিল	৮০২জন
১১	ইরেজার	৮০২জন
১২	পেন্সিল কাটার	৮০২জন
১৩	গরম পোষাক	৮০২জন
১৪	স্কেল	৮০২জন
১৫	খেলনা	৫১২জন

স্কুল গুলোর হাজিরা, শ্রেণী শৃঙ্খলা এবং গুণগতমান খুবই ভাল

ক্রমিক	কাজ	টার্গেট	অর্জন	মন্তব্য
১.	৫ম শ্রেনির ক্লাশ পরিচালনা	১০ টি স্কুল	১০ টি স্কুল	
২.	প্রি-প্রাইমারী স্কুল পরিচালনা	১৬ টি স্কুল	১৬ টি স্কুল	

প্রজেক্ট এলাকা ঃ যশোর, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, শার্শা ।

প্রকল্প স্টাফ : (১) এনজিও প্রধান (২) একজন সুপারভাইজর (৩) দুই জন পিও (৪) ২৬ জন শিক্ষক (৫) এক জন হিসাব রক্ষক ।

১১. প্রকল্প : ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার কেয়ার প্রজেক্ট।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. সপ্তাহে ২দিন সমাজের সকল শ্রেনীর মহিলাদের বিশেষ করে প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সেবা প্রদান করা।
২. চেকআপ এর মাধ্যমে ব্রেস্ট কেয়ার সম্পর্কে সচেতন করা।
৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার দ্বারা রোগীদের রোগের সুপরামর্শ ও চিকিৎসা দেওয়া।
৪. বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট এবং অপারেশন এর সু-ব্যাবস্থা করা।
৫. চিকিৎসারত রোগীদের সাথে স্বার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

প্রকল্পের বর্ণনা: ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার এক ধরনের ঘাতক ব্যাধি, যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ব্রেস্ট/স্তন সেল বা টিস্যুর স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি ঘটিয়ে দেয়াকে ক্যান্সার হিসাবে অখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বজুড়ে নারীদের হাতে মৃত্যু পরোয়ানা তুলে দিচ্ছে যে রোগগুলো তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার। বাংলাদেশের ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে ১৭% ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত। ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত সকল নারীরাই ক্যান্সারের উপসর্গ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না হবার কারণে, ব্রেস্ট/স্তন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে অনীহার কারণে এবং নিজেদের ও পরিবারের মানুষের অবহেলার কারণে তাদের রোগকে প্রতিরোধযোগ্য পর্যায় থেকে মরণঘাতী পর্যায়ে নিয়ে যান। অনেক সময়েই সময়মত চিকিৎসা না নেয়ার কারণে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে শরীরের অন্যান্য অংশে এবং রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার জন্য। বিশ্বে প্রতি বছর ৫ লাখ নারী ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারে মারা যায়। আর বাংলাদেশে প্রতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হয় ২২ হাজার নারী এবং মারা যাচ্ছে ১৭ হাজার নারী। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ৯০% ক্ষেত্রেই সচেতনতা ও সময়মত চিকিৎসা বাঁচিয়ে তুলতে পারে রোগীকে এবং দিতে পারে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন।

নারীদের নিজেদের ব্রেস্ট/স্তন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের দেশের নারীরা নানা কারণে নিজেদের এ ধরণের রোগ সম্পর্কে এমনকি স্বামীকেও বলতে চাননা, অন্য কাউকে তো নয়ই। সতর্ক ও আন্তরিক হলে এ রোগের প্রতিরোধ ও আরোগ্য সম্ভব প্রাথমিক অবস্থায় ব্রেস্ট/স্তন টিউমার ও ক্যান্সার ধরা পড়লে ৮০-৮৫% রোগীকে চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য করা সম্ভব। বাংলাদেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে 'ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার' অন্যতম। জরায়ু (পধ-পবথারী) ক্যান্সারের পর 'ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার'-এর অবস্থান দ্বিতীয়। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটির প্রকোপ ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। শুরুতে রোগ ধরা পড়লে এবং দ্রুত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করলে রোগমুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দুঃখজনক, আমাদের দেশে অধিকাংশই অনেক বিলম্বে হাজির হয় এবং চিকিৎসার আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। এ জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। রোগ ছড়িয়ে পড়লে রোগমুক্তির সম্ভাবনা কমে যায় এবং ভোগান্তি বেড়ে যায়। আর্থিকভাবে অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।একটি কথা না বললেই নয়। ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার শুধু মেয়েদের নয়। পুরুষও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। শুরুতে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার ধরা পড়লে রোগ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই Early diagnosis -এর জোর দিতে হবে। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ব্রেস্ট/স্তন পরীক্ষা করতে পারে। 'self breast examination করে কোনো চাকা/পিন্ডের অস্তিত্ব ধরা পড়লে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে সঠিক সময়ে চিকিৎসা করালে রোগী ভালো থাকবে। যে কোন ধরনের ক্যান্সারের ফলে দেহের কোষগুলো বাড়তে থাকে নিযন্ত্রণের বাইরে। কোষগুলো দেহের ভেতর অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকে। একইভাবে ব্রেস্ট/স্তন যখন এভাবে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি চলে, মানে ক্যান্সারের সূচনা ঘটে, তখন ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সারের সূচনা হয়। ব্রেস্ট/স্তন রয়েছে তিনটি অংশ, গ্রন্থি, নালি ও সংযোজক কলা। বাংলাদেশে প্রতি ৮জনের মধ্যে একজন বা শতকরা ১২.৬ ভাগ নারী এই রোগে আক্রান্ত হয়। **(২০০৯ সালের তথ্য অনুসারে)** ।

বাঁচতে শেখা নিজস্ব প্রচেষ্টায় ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার আক্রান্ত সমাজের সকল শ্রেনীর মহিলাদের বিশেষ করে প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদের ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় এবং আক্রান্তদের বিশেষায়িত সেবার জন্য রেফারেল সার্ভিস প্রদান করছে। পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সেবা প্রদান কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মূলতঃ পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, অসহায় মহিলাদের বিনামূল্যে ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ যে সহায়তাটি এ প্রকল্পের মাধ্যমে হচ্ছে তা হলো- ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং করার পদ্ধতি হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে নারীরা বাড়িতে নিয়মিত চেক করতে পারে। এখানে দরিদ্র, অসহায় মহিলা ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং সুবিধা পাচ্ছে শুধু তা নয়- সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। যা, বাংলাদেশের দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সহায়ক। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বহুসংখক মানুষ ব্রেস্ট/স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকা: যশোর - যশোর সদও ।

প্রতিবেদন সময় ঃ জুলাই ২০১৯ খেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত কার্যকমের আগ্রগতি

ক্রম নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	প্রাথমিক স্তন চেক-আপ	৩০০জন	৫৯৮জন
২	বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য রেফার	৫০জন	২৭৩জন
৩	অপরেশন সহায়তা/ঔষধ প্রদান	৫০জন	২৫৭জন

১২. প্রকল্পঃ ইপআই (এক্সটেন্ডেড প্রোগাম ফর ইমুনাইজেশন) ।

বাঁচতে শেখার স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে একজন কর্মজীবির মাধ্যমে ০-৫বছর বয়সী শিশুদের সরকারি টিকা কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ২দিন টিকা প্রদান করা হয় ।

১৩. প্রকল্পঃ সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কম্পিউটার শিক্ষার সৃজনশীল সুযোগ।

(কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত)

উদ্দেশ্যঃ

- স্বল্প আয়ের সুযোগ তৈরি করার জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ।
- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করা ।
- উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো ।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ।
- উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে সক্ষমতা বাড়ানো ।
- যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা বাড়িতে কম্পিউটার কিনে ব্যবহার করার সামর্থ্য রাখে না তাদের তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা ।

প্রকল্প এলাকাঃ যশোর সদর উপজেলা ।

ফলাফলঃ ২০১৯-২০২০ সালে ১৬২ জন শিক্ষার্থী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে এবং সনদপত্র পেয়েছে ।

১৪. প্রকল্পঃ আয়মূলক/জীবিকা নির্বাহ প্রকল্প

উদ্দেশ্যঃ

- প্রশিক্ষন এবং প্রদর্শন ।
- পরিবার পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি ।
- গরু-ছাগল পালন, মাছ চাষ এবং শাক সবজি উৎপাদন ।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর ।
- নারীদের জন্য হস্থ শিল্পের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন
- পন্য উন্নয়ন এবং রপ্তানী ।
- **বর্তমান স্টক এবং মূল্য**

ক্রমিক	বিবরন	বর্তমান পরিমান জুন -২০২০	মূল্য (টাকা)
১	দুধের গরু	৩টি	৭,৫০,০০০.০০
২	বাছুর	৭টি	৩,৫০,০০০.০০
৩	ছাগল	১৫টি	১,৩৫,০০০.০০
৪	মাছ	১২০০কেজি	২,২৫,০০০.০০
৫	মাছের পোনা	৩০০কেজি	৬০,০০০.০০

ইটরাড

বাঁচতে শেখা

প্রশিক্ষণ ভেন্যু, খাবার এবং আবাসনের মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	খাবারের নাম	পরিমান	মূল্য (ভ্যাট বাদে)
১	সাদা ভাত	মাথাপিছু	৩০.০০
২	সাদাভাত (বিশেষ)	মাথাপিছু	৩৫.০০
৩	পোলাও	মাথাপিছু	৫০.০০
৪	সাধারন সবজি খিচড়ি	মাথাপিছু	৪০.০০
৫	ভুনাখিচুড়ি	মাথাপিছু	৫০.০০
৬	কাচ্চি বিরিয়ানী	মাথাপিছু	২০০.০০
৭	চিকেন বিরিয়ানি	মাথাপিছু	১৬০.০০
৮	রুটি	প্রতিটি	৬.০০
৯	পরটা	প্রতিটি	৬.০০
১০	পায়েস	প্রতি বাটি	৩২.০০
১১	দেশী মুরগীর মাংশ	১/৪ অংশ	১১০.০০
১২	খাশির মাংশ	৯০গ্রাম/ ১পিচ	১০০.০০
১৩	লটপটি	প্রতি বাটি	৫৫.০০
১৪	ইলিশ মাছ	১১৫ গ্রাম	১৫০.০০
১৫	কৈ মাছ	৬০ গ্রাম	১৫০.০০
১৬	চিংড়ি মাছ	৮০ গ্রাম	২৮০.০০
১৭	বড় রুই মাছ	১২৫ গ্রাম	৯০.০০
১৮	কাতলা মাছ	১২৫ গ্রাম	১০০.০০
১৯	রুই মাছে (ছোট)	৮০ গ্রম	৬০.০০
২০	তেলাপিয়া মাছ	১০০ গ্রাম	৬০.০০
২১	বাটা মাছ	৮০ গ্রাম	৫০.০০
২২	দেশি মাছ	৮০ গ্রাম	৮০.০০
২৩	ট্যাংরা মাছ	৮০ গ্রাম	১২০.০০
২৪	ট্যাংরা মাছ (ছোট)	৭০ গ্রাম	৬০.০০
২৫	পারশে মাছ	৮০ গ্রাম	১৩০.০০
২৬	ডিম	প্রতিটি	১৬.০০
২৭	ডিম ভুনা	প্রতিটি	২২.০০
২৮	মিশ্র সবজি	মাথাপিছু	২০.০০
২৯	চিংড়ি সবজি	মাথাপিছু	৩৫.০০
৩০	ভর্তা সবজি	মাথাপিছু	১৫.০০
৩১	মাছ ভর্তা (বিশেষ)	মাথাপিছু	৩৫.০০
৩২	ঘন ডাল (মুশুর)	মাথাপিছু	২০.০০
৩৩	ঘনমুগ ডাল	মাথাপিছু	২৫.০০
৩৪	ডাল	মাথাপিছু	১০.০০
৩৫	মুড়ো ঘন্ট	মাথাপিছু	৩০.০০

৩৬	কোল্ড ড্রিংস	মাথাপিছু	১৮.০০
৩৭	আইস ক্রিম	মাথাপিছু	৪৫.০০
৩৮	রসমালাই	১০০ গ্রাম	৪৫.০০
৩৯	রসগোল্লা	প্রতিটি	১৭.০০
৪০	ক্ষির সন্দেশ	৬০ গ্রাম	৩০.০০
৪১	প্যাড়া সন্দেশ	প্রতিটি	১৬.০০
৪২	ক্ষির চমচম	প্রতিটি	১৬.০০
৪৩	সাধারন মিস্টি	প্রতিটি	১৪.০০
৪৪	দধি	১৫০ গ্রাম	৩০.০০
৪৫	সাধারন সিঙ্গাড়া	প্রতিটি	৬.০০
৪৬	কলিজার সিঙ্গাড়া	প্রতিটি	২৫.০০
৪৭	সমুচা	প্রতিটি	৬.০০
৪৮	সবজি রোল	প্রতিটি	২০.০০
৪৯	চিকেন বার্গার	প্রতিটি	৪৫.০০
৫০	মাটন বার্গার	প্রতিটি	৪৫.০০
৫১	ফ্রুট কেক	প্রতিটি	১৪.০০
৫২	পাটি সাপটা পিঠা	প্রতিটি	২৫.০০
৫৩	কুলি পিঠা	প্রতিটি	১৬.০০
৫৪	পাকান পিঠা	প্রতিটি	১৫.০০
৫৫	পুই বড়া	প্রতিটি	৬.০০
৫৬	ডাল বড়া	প্রতিটি	৬.০০
৫৭	পিয়াজু	প্রতিটি	৬.০০
৫৮	চা (দুধ)	প্রতি কাপ	১২.০০
৫৯	চা (লাল)	প্রতি কাপ	৬.০০
৬০	চা (লাল-ওয়ান টাইম কাপ)	প্রতি কাপ	৭.০০
৬১	কফি (দুধ)	প্রতি কাপ	২২.০০
৬২	কফি (লাল)	প্রতি কাপ	১৭.০০
৬৩	দুধ	২৫০ মিলি	২৫.০০
৬৪	কলা	প্রতিটি	৮.০০
৬৫	কলা	প্রতিটি	৬.০০
৬৬	আপেল	প্রতিটি	৩০.০০
৬৭	স্যান্ড উইচ	প্রতিটি	৪০.০০
৬৮	কমলা	প্রতিটি	৩৫.০০
৬৯	লিচু	প্রতিটি	৫.০০
৭০	আঙ্গুর	১০০গ্রাম	৩৫.০০

ক্রমিক নং	সুবিধা সমুহ ও সেবার নাম	বিবরণ	মূল্য (ভ্যাট বাদে)
১	সাধারন হলরুম- ১টি	২৫-৩০ সিট	১,৩৫০.০০
২	এসি হল রুম-১টি (৮ঘন্টার পর ২৩০ টাকা প্রতি ঘন্টা)	৪০-৫০ সিট	৩,৯০০.০০
৩	সাধারন হলরুম-১টি (৮ঘন্টার পর ২৩০ টাকা প্রতি ঘন্টা)	১৫০ সিট	২,০০০.০০
৪	এসি ক্লাশ রুম -১টি (৮ঘন্টার পর ২৩০ টাকা প্রতি ঘন্টা)	২৫-৩০ সিট	২,৫০০.০০
৫	হোস্টেলের সিট ভাড়া -৬ রুম (কমন বাথরুম)	৪ বেড	৪০০.০০
৬	নন এ,সি, রুম -১টি (এাঁটাস্ট বাথরুম)	১ বেড	৫০০.০০
৭	নন এ,সি, রুম -৪টি (এাঁটাস্ট বাথরুম)	৩ বেড	৭৫০.০০
৮	নন এ,সি, রুম -৮টি (এাঁটাস্ট বাথরুম)	২ বেড	৬০০.০০
৯	এ,সি, রুম-৪টি (এাঁটাস্ট বাথরুম)	২ বেড	১,০০০.০০
১০	এ,সি, রুম -ডিলাক্স-২টি (এাঁটাস্ট বাথরুম)	১ বেড	১,০০০.০০
১১	এ,সি, রুম -ডিলাক্স-২টি (এাঁটাস্ট বাথরুম)	কাপল বেড	১,২০০.০০
১২	এ,সি, রুম -ডিলাক্স-১০টি (এাঁটাস্ট বাথরুম)	২ বেড	১,২০০.০০
১৩	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ দিন	১,০০০.০০
১৪	পি এ সিসটেম	১ দিন	৫০০.০০
১৫	ডাইনিং ভাড়া	১ দিন	৫০০.০০

১৫. বাচঁতে শেখা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প ।

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনগোষ্ঠীর এ অর্ধেক অংশকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির কথা আশা করা বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশই উন্নয়নের ছোঁয়া পেয়েছে নারী শক্তিকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েই, কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে সম্পুর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার ভিতর দিয়ে। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও নারীকে সন্তান লালন-পালন ও গৃহের অন্যান্য কাজকর্ম ছাড়া বাহিরের অন্য কোন কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করতে পারছেনা বর্তমান সমাজ। বর্তমান সমাজ নারীকে শুধুমাত্র নারী হিসাবে ভাবছে । তাদের চোখে নারী মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না। বাঁচতে শেখা কাজ করছে সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে। এ জন্য বাঁচতে শেখা নারীর শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নারীকে সমাজের সামনে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

বাঁচতে শেখার প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান নির্বাহী পরিচালক মিস আঞ্জেলা গমেজ কাজের শুরুতে গ্রামের পথে পথে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। গ্রামীণ মেয়েদের সাথে খেয়েছেন, থেকেছেন, রাত্রি যাপন করেছেন। তাদের সাথে মিশে গিয়ে তাদের বাস্তব অবস্থা বুঝার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখেছেন নারীর শক্তি আছে, ইচ্ছা আছে, বুঝার ক্ষমতা আছে। শুধু অভাব পুঁজি আর দক্ষতার। তারা মহাজনের নিকট থেকে ঋণ নিচ্ছে । জমি বন্ধক রেখে টাকার অভাব মেটানোর বৃথা চেষ্টা করছে দিনের পর দিন। এভাবে মহাজনী শাসন শোষণে সর্বশান্ত হচ্ছে অনেক পরিবার। এমন অবস্থা থেকে গ্রামীণ নারীকে রক্ষার মানসে তিনি ১৯৮৭- ১৯৮৮ অর্থ বছর থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া শুরু করেন। এভাবেই সূচনা হয় বাঁচতে শেখার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম।

দর্শন/ ভিশন/রূপকল্পঃ

- ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করা ও দরিদ্র জনগোষ্টির দারিদ্র বিমোচন, টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।
- আত্ন-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সক্ষমতা অর্জন এবং পারিবার ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য/মিশন/অভিলক্ষ্যঃ

- সংগঠিত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
- ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকরের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোগক্তা সৃষ্টি, অর্থনৈতিক ও মানবিক মর্যাদাবৃদ্ধি, সঞ্চেয়ের মনোভাব সৃষ্টি ।
- সমিতির সাবলম্বীতা নিশ্চিত করা।

সঞ্চয়ের ধরণঃ

ক) স্বেচ্ছা সঞ্চয়
খ) মেয়াদী সঞ্চয়
গ) দ্বিগুন জমা সঞ্চয়
ঘ) মাসিক মুনাফা সঞ্চয়

ঋনের ধরণঃ

ক) আর,এম,সি ঋণ
খ) আর,এম,সি কৃষি ঋণ
গ) এম,ই,ডি,পি ঋণ
ঘ) এম,ই,ডি,পি কৃষি ঋণ

এক নজরে ক্ষুদ্র ঋণের তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত	সঞ্চয় ও ঋণের ধরণ	৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত পরিমান (টাকা)
১	জেলা	৮	স্বেচ্ছা সঞ্চয়	৮,৮৯,৯৭,৭৪৯.০০
২	উপজেলা	৪৮	মেয়াদী সঞ্চয়	১,১৯,২১,২২৭.০০
৩	ইউনিয়ন	১২১	দ্বিগুন জমা সঞ্চয়	১৬,২৫,৬৩৬.০০
৪	গ্রাম	৬৩৮	মাসিক মুনাফা সঞ্চয়	৩৫,৮৭৪.০০
			মোট সঞ্চয়	**১০,২৫,৮০,৪৮৬.০০**
৫	শাখা	২২	আর,এম,সি ঋণ	৮,৮৫,০৮,৫৬১.০০
৬	সমিতি	১২৭৫	আর,এম,সি কৃষি ঋণ	১,৩০,৩২,৭৩২.০০
৭	সদস্য	২০৭৭৮	এম,ই,ডি,পি ঋণ	২৭,৩৪,১৭,৯৯৪.০০
৮	ঋণী সদস্য	১৪১২৪	এম,ই,ডি,পি কৃষি ঋণ	৫,৪৪,৩৮,৩৬৫.০০
			মোট ঋণ	**৪২,৯৩,৯৭,৬৫২.০০**

বিগত তিন বছরে ঋণ বিতরনের তুলনা চিত্রঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	২০১৯-২০২০ অর্থ বছর
৫০,১৭,৩৪,০০০.০০	৫০,৩৭,২৫,০০০.০০	৩৫,৬৯,৯৩,০০০.০০

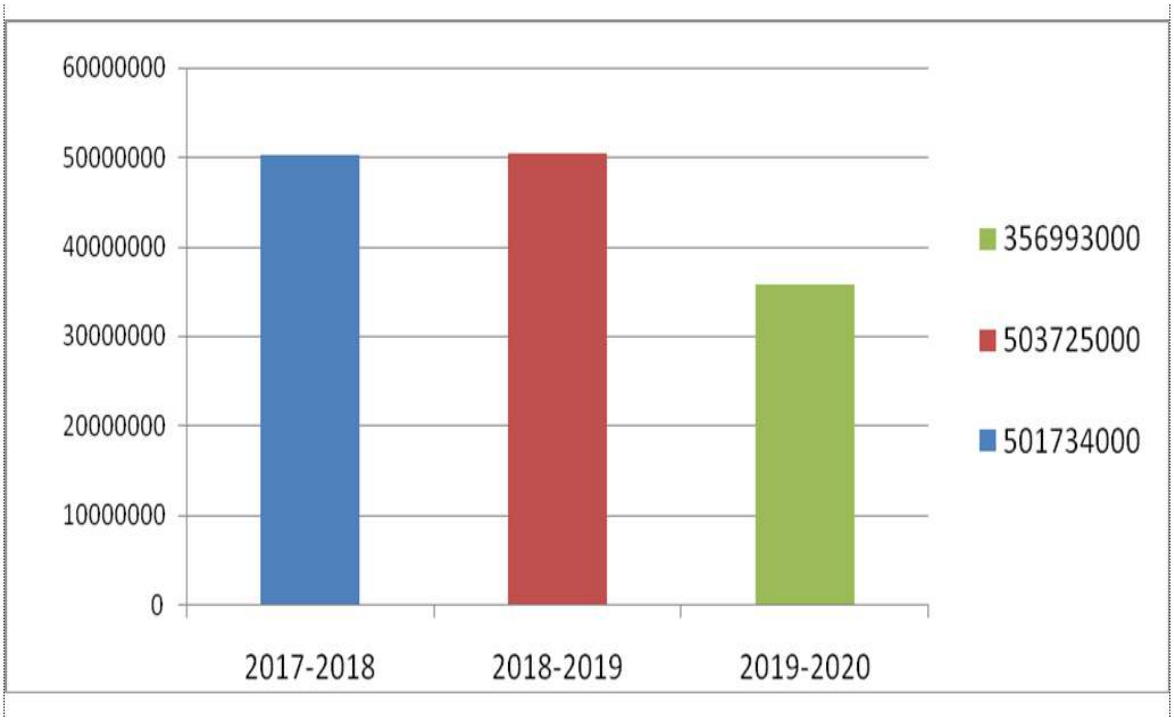

বিগত তিন বছরে ঋণের স্থিতিঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	২০১৯-২০২০ অর্থ বছর
৪০,৩৮,৫৬,৮৬৩.০০	৪২,৯৭,৪১,৮৩১.০০	৪২,৯৩,৯৭,৬৫২.০০

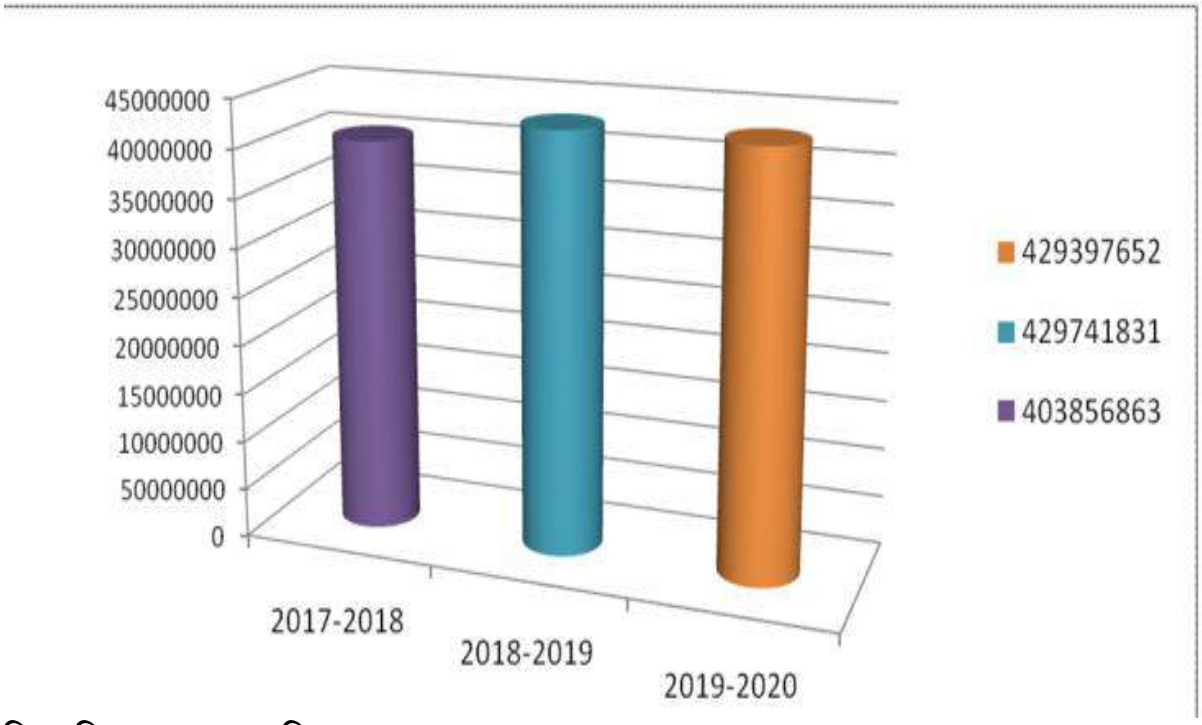

বিগত তিন বছরে আয়ের চিত্রঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	২০২০-২০২০ অর্থ বছর
৭৪,৫১,৯৯৯.০০	১,০৮,১০,৫৪৯.০০	১৪,১৩,২৪৯.০০	

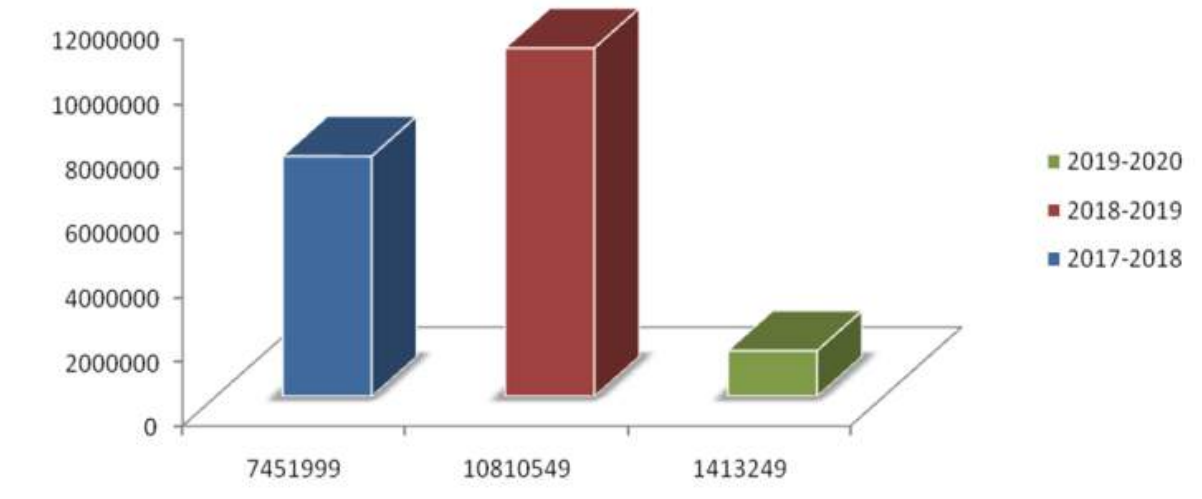

বাঁচতে শেখা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর কর্ম এলাকা ঃ

ক্রমিক নং	শাখার নাম	উপজেলা	জেলা
১	চাঁচড়া শাখা, আরবপুর	যশোর সদর	যশোর
২	হৈবৎপুর শাখা, বারিনগর	যশোর সদর	যশোর
৩	হুদারাজাপুর শাখ	যশোর সদর	যশোর
৪	বসুন্দিয়া শাখা	যশোর সদর	যশোর
৫	চৌগাছা শাখা	চৌগাছা	যশোর
৬	নড়াইল শাখা	নড়াইল সদর	নড়াইল
৭	ফুলতলা শাখা	ফুলতলা	খুলনা
৮	খোকসা শাখা	খোকসা	কুষ্টিয়া
৯	গাজীপুর শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর
১০	পূবাইল শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর
১১	কালিয়া শাখা	কালিয়া	নড়াইল
১২	কুয়াদা শাখা	যশোর সদর	যশোর
১৩	রূপসা শাখা	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	খুলনা
১৪	টঙ্গী শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর
১৫	মাইজপাড়া শাখা	নড়াইল সদর	নড়াইল
১৬	রাজারহাট শাখা	যশোর সদর	যশোর
১৭	ভাঙ্গুড়া শাখা	বাঘারপাড়া	যশোর
১৮	মনিরামপুর শাখা	মনিরামপুর	যশোর
১৯	গাজিরবাজার শাখা	কালীগঞ্জ	ঝিনাইদাহ্
২০	পোরাবাড়ী শাখা	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	গাজীপুর
২১	কুষ্টিয়া শাখা	কুষ্টিয়া সদর	কুষিটয়া
২২	সস্তিপুর শাখা	কুষ্টিয়া সদর	কুষিটয়া

প্রকল্প স্টাফ :২২৪ (১৩৫ পুরুষ ও ৮৯ নারী)

Shot on Y95
vivo dual camera

০৭. অর্থ বছরের আর্থিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকরেপর বর্ননা	প্রাপ্তির উৎস	বরাদ্দকৃত অর্থেও পরিমান
১	সোসাল ইনিসিয়েটিভ ফর প্রমোটিং সিকিউরিটি এন্ড রাইটস অফ উইমেন এন্ড গার্ল	প্রমোটিং সিকিউরিটি এন্ড রাইটস অফ উইমেন এন্ড গার্ল	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	৫,৭৬৯,১৭৪
২	এডুকেশন ফর অল	শিক্ষা উপকরণ এবং ফি প্রদানের মাধ্যমে গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা	আইডিয়া-ইতালী	২,৫৯৩,৯৬৮
৩	রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম ফর দি ডিজাব্যাল্ড	শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে বাঁচতে শেখার নিজস্ব ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী এবং ফলোআপ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	১. লা বোগেতা সোলিডারিতা উতালী, ২. এসোসিয়া পারসুয়া ইতালী, ৩. ইন ড্রেস ভোর নেদারল্যান্ড	২,৩৬৩,২২৫
৪	প্রমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন অথ দি ডিজাবেল্ড পিপল ফর দিয়ার এমপাওয়ারমেন্ট (প্রাইড)	শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে বাঁচতে শেখার কর্ম এলাকায় (যশোর সদও উপজেলা) ফিজিওথেরাপী এবং ফলোআপ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান	ডিআরআরএ	৭৩৩,৫৭৫
৫	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম	আর্থিকভাবে অসচ্ছল পারবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা	ব্র্যাক	৪৮০,৭৩৫
৬	প্রোমিটিং পিচ এন্ড জাস্টিস	কমিউনিটির জনগনকে আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং আইনী সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে সচেতন করা ।	ডেমোক্রাসী ইন্টার ন্যাশনাল	৩,৫০৪,০৬৩
৭	নলেজ অন ইনক্লুসিভ সেক্সুয়ালীটি এন্ড হেল্থ রাইটস (কিশোরী)	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এর অধিকার সম্পর্কে কিশোরীদের সচেতন করা এবং সেই অধিকার প্রাপ্তির সুয়োগ তৈরি করা	ডিআরআরএ	৮৭১,৫০০
৮	এক্টিভেটিং এন্ড এনগেজিং গভার্নমেন্ট এন্ড পিপল ইন পার্টনারশীপ (এইপি)	কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতন করা এবং রোগী চিহ্নিত করে তাদের চিকিৎসার সুগে তৈরি করে দেওয়া	দি লেপ্রোসী মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	৫১৫,৫০০
			প্রাক মোট	**১৬,৮৩১,৭৪০**

৯	ব্রেস্ট ক্যানসার কেয়ার	চিকিসার সুযোগ করে দেওয়া এবং সচেতনতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে স্তন ক্যানসার কমিয়ে আনা	নিজস্ব তহবিল	১১৫,০০০
১০	লিগ্যাল এ্ইড এন্ড লিগ্যাল লিটারেসী	কমিউনিটির জনগনকে আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং পারিবারিক বিরোধ নিরসন করা ও সমাধান সম্পর্কে সচেতন করা ।	নিজস্ব তহবিল	২১০,০০০
১১	ইপআিই (এক্সটেন্ডেড প্রোগাম ফর ইমুনাইজেশন)	এক্সটেন্ডেড প্রোগাম ফর ইমুনাইজেশন এর আওতায় টিকা প্রদান	নিজস্ব তহবিল	৭৮,০০০
১২	কম্পিউটার প্রজেক্ট (আইটি)	একসেস টু টেকনিক্যাল এন্ড ডিজিটাল এডুকেশন অথ ইয়াং জেনারেশন	নিজস্ব তহবিল	৫৬৫,০০০
১৩	ইনকাম জেনারেটিং প্রোগ্রাম (জেনারেল)	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি	নিজস্ব তহবিল	১৫,২৭৫,৭৪০
১৪	মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম (রেভিনিউ)	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি (মাইক্রোক্রেডিট-রেভিনিউ)	নিজস্ব তহবিল	১৩৫,৭২৮,৭১৫
১৫	মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম (ক্যাপিটাল)	আইজিএ এক্টিভিটিস এন্ড ইনক্রিজড ইনকাম ফর অর্গানাইজেশানল সাসটেনেবিলিটি (মাইক্রোক্রেডিট-ক্যাপিটাল)	নিজস্ব তহবিল	৭৬৯,৯০৫,৪৫০
			প্রাক মোট	**৯২১,৮৭৭,৯০৫**
			মোট	**৯৩৮,৭০৯,৬৪৫**

- সমাপ্ত -